বহুরূপী

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী



প্রকাশক—

শ্রীরাধেশ রায়

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্

পি-২৩০।৩, রাজা বসন্ত রায় রোড,

(দক্ষিণ কলিকাতা)

৫ই মাঘ, ১৩৩৯ সাল

মূল্য ১॥০

প্রিণ্টার—

শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং

৬নং চাল্‌তাবাগান লেন,

কলিকাতা।

রসচক্রের পরম সুহৃৎ

অগ্রজ প্রতিম পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু



সঙ্গীত-সম্মিলনীর গানের আড্ডাটা আজ ক'দিন থেকে একটু ঝিম্ যাচ্ছে। বড়দিনের ছুটি,—অনেকেই দেশে গেছে। আর কলকাতায় যাদের বাড়ী, তাদের অনেকেই গৃহ-ছাড়া,—কেউ বা হাওয়া বদলাতে, কেউ বা দেশভ্রমণে। ওস্তাদ্জী তীর্থ করতে বেরিয়েছেন—ফিরতে অন্ততঃ দিনপনের লাগবে, সুতরাং কুপিত-সুরব্রহ্ম কয়েকদিনের জন্য কিঞ্চিৎ শান্ত আছেন; —কেবল পুরাতন ছাত্র অভয় আর বঙ্কা সাগ্নিক-ব্রাহ্মণের মত সুরাগ্নিকে একদিনের জন্যেও নিভতে দেয় নি—ধিকিধিকি

করে জ্বালিয়ে রেখে দিয়েছে, এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এসে পাক্কা চারটি ঘণ্টা কখনও একসঙ্গে কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিশ্বগ্রাসী হাঁ করে কানে হাত দিয়ে 'নেতেত্তুম্ নেতেত্তুম্' করতে থাকে।

এ ছাড়া, লম্বা-জিতেন, বচন-বাগীশ, সন্তোষ, বেঁটে-কানাই, আতা-দা, নীরেন প্রভৃতি হলঘরটার এক টেরে পাশার ছক্ বিছিয়ে বসে যায়। চারজন খেলে, বাদ বাকী দেখে, এবং যত না দেখে তার চেয়ে বেশী চেঁচায়। ঘরের এক প্রান্তে কালোয়াতি অর্থাৎ কালোহাতীর দাপাদাপি, অপর প্রান্তে 'কচেবারো' 'বারোপঞ্জা-সতের' প্রভৃতি এক একটি পিলে-চম্কানো হুঙ্কার ;—বাড়ীটা একেবারেই নূতন, এই যা ভরসা।

আজ রবিবার,—একটু সকাল সকাল আড্ডা বসেছে। বঙ্কার গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে,—সুতরাং সুরব্রহ্ম জরাসন্ধ-বধের মত দু-চির হয়ে বেরুচ্ছেন ; তথাপি রেহাই নেই, কব্‌রেজের ওখান থেকে সেরটাক্ ব্রাহ্মীঘৃত আনিয়ে নিয়েছে, সুতরাং বেপরোয়া। অভয় খাণ্ডার-বাণী-ধ্রুপদের ঘরোয়ানা-আদ্‌মি ;—কাজেই মধ্যে মধ্যে ত্রাহি-মধুসূদন-মার্কা খানকতক গমক্ ছাড়ছেন, আর তার ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কার চেরা আওয়াজ মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে। ঘরের অপর প্রান্তে মহা সমারোহে পাশাখেলা চলেছে।

লম্বা-জিতেন বিপক্ষ দলের পাকা ঘুঁটী মেরে ঘাড়ের

মত চেঁচাতে সুরু করে দিয়েছে এবং মুখে চোখে এমনি ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছে, যার দিকে চেয়ে, ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন্ বা পাণিপথের যুদ্ধের পর বাবরসাহের মনের অবস্থা এবং মুখের ভাব দুই-ই দিব্যি আঁচ্ করা যেতে পারে।

বঙ্কা চেঁচিয়ে উঠলো—"খেল্তে হয় খেল্—ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন?—এদিকে গান হচ্ছে সে হুঁস আছে? —এটা সঙ্গীত-সম্মিলনী, পাশা-সম্মিলনী নয়!"

সে আরো কি বল্তে যাচ্ছিল—বচনবাগীশ বলে উঠলো— "আমরা তো মধ্যে মধ্যে ঘোষালস্যাং করছি—তোমরা যে বাবা মরি-বাঁচি করে নাগাড় চেঁচিয়ে চলেছ।"

বঙ্কা কি বলতে যাচ্ছিল—ধরা গলা হঠাৎ এমনি বসে গেল যে আওয়াজই বেরুল না—সুধু মস্ত একটি হা দেখা গেল। তার হয়ে অভয় কি বলতে যাচ্ছিল,—বঙ্কা হঠাৎ এক হাতে তার মুখ চেপে ধরে, অপর হাত দিয়ে পকেট থেকে ব্রাহ্মীঘৃতের শিশিটা বার করে ফেলে, এক ডেলা মুখে পুরে দিয়েই কোঁৎ করে গিলে ফেল্লে;—ভাবটা, উহুঁঃ—অপরের সাহায্য নোবো কেন?—যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে নিজেই লড়ব।

কিন্তু লড়া আর হয়ে উঠলো না,—হঠাৎ একটি আবলুশ-কাঠের মুণ্ডু হলঘরের ভেজানো দরজার ফাঁকে দেখা গেল। মূর্ত্তিটি যখন ঘরের মধ্যে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ প্রবেশ করালেন—তখন দেখা গেল, তিনি আর কেউ নন্, সঙ্গীত-বারিধি মহাশয়।

দুই পক্ষই থেমে গেল—ভক্তিতে নয়, ভয়ে। সঙ্গীত-বারিধি

হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেছেন—যা আজকাল কেউ করে না। তাঁর মতে ভারতবর্ষের পরাধীনতার এটা একটা মস্তবড় কারণ। তারপর, আজকাল আমরা যে সব গান গেয়ে থাকি, তা এতই মোলায়েম যে জাতটার মধ্যে বীরত্ব বা পৌরুষ একেবারেই সেঁধুতে পারে না।—বিশেষ করে রবিবাবুর গান—একেবারে যাকে বলে ছিঁচ্‌কাদুনী।

বারিদি মহাশয়ের মতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হলে চাই ধ্রুপদ ;—তাও লহরবাণী বা ডগরবাণী নয়—একবারে যাকে বলে খাণ্ডারবাণী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যেমন খেতেন তেমনি চেঁচাতেন—এবং তেমনি বাঁচতেন। আমরা চেঁচাতেও পারি না—খেতেও পারি না এবং বাঁচতেও পারি না বেশী দিন। তাঁর মতে গমক্ জিনিষটা ক্ষুধার পক্ষে একবারে মহৌষধ। বেশী নয়, তিনখানি গমকের মতন গমক লাগাও দেখি—কেমন না ক্ষিধে আসে,—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, তার চোদ্দপুরুষ সেলাম ঠুকে পালাবে। তাঁর ঠাকুরদার পিসে দ্বিজপদবাবু একদিনে সাত আট যায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন—শুধু কেবল গমকের জোরে। এক একটী গমক্ আর এক একটী নিমন্ত্রণ বেমালুম হজম্।

বিবেকানন্দ লোকটার আর কোন গুণ থাক্ চাই নাই থাক্—ধ্রুপদ গাইতেন ;—ঐখানেই লোকটার কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়,—গতরটীও তাই বলতে-নেই-গোছের ছিল, ইত্যাদি ; এ ছাড়া, কোন্ নাড়ীর সঙ্গে 'সা'র কি সম্পর্ক। 'গা'

পরদাটা ঈষৎ আন্দোলিত করে লাগাতে পারলে শ্রোতার সুষুম্না-নাড়িতে কি রকম সুস্‌সুড়ি লাগে, এবং তার ফলে সহস্রদল-পদ্মের ত্রিপঞ্চাশৎ পাপড়িটি কি ভাবে একটু উন্মুক্ত হবার চেষ্টা করে, এবং কুলকুণ্ডলিনীর সাড়ে তিন ইঞ্চি কোণ ঘেঁসে যে সূত্রাকার নাড়িটা ধুক্ ধুক্ করছে, তার মধ্যে কি রকম একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়,—এমনি ধারা নানা রকমের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইনি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন, সে ভয়ও দেখিয়ে রেখেছেন।

ভদ্রলোকের গায়ের রং একবারে যাকে বলে আবলুশ। একটি চোখ টেরা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ইচ্ছে করলে অনায়াসে খোঁপা বাঁধতে পারেন,—গ্রীষ্মকালে বেঁধেও থাকেন। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী,—তার ওপর লাল-সিল্কের একখানা চাদর,—জরির পাড়বসান,—ছোট মেয়ের শাড়ী হবে বোধ হয়। পূর্ব্বে প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, সম্প্রতি কোন গোপনীয় কারণে গোঁফ দাড়ি দুই-ই কামিয়ে ফেলেছেন।

বক্তা একবার আড়-চোখে চেয়ে নিয়েই মরি-বাঁচি করে সুর ভাঁজতে সুরু করে দিলে; থাম্‌লেই সর্ব্বনাশ, থিওরি শুনতে হবে। অভয় বারচারেক 'নেতেতুম্ নেতেতুম্' করেই একখানি জবরগোছের খাণ্ডার-বাণী ধরে বসলো। যে চারজন পাশা খেলছিল, তারা মুখটি টিপে খেলে যেতে লাগলো—যেন কতবড় একটা গম্ভীর ব্যাপার।

বহুরূপী

মুস্কিল বাধলো বেঁটে-কানাই, বচন-বাগীশ আর সত্যেনের, —এরা গানও গাইছে না, পাশাও খেলছে না, সুতরাং বিপদ, —এখুনি হয়ত থিওরি শুনতে হয়! তারা দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখতে লাগলো, এবং এমন ভাবটা দেখাতে লাগলো, যেন সঙ্গীত-বারিধির আগমন সম্বন্ধে তারা একেবারেই সচেতন নয়।

ঘরে ঢুকেই বারিধি একবার ঘটোৎকচের মত দুই-দিকেই তাকিয়ে নিলে;—ভাবটা, কোন্ দিক চেপে পড়ি?—কুরুদের ওপর, না পাণ্ডবদের ওপর? বঙ্কা চেরাগলাতেই প্রাণপণ চেঁচাতে সুরু করে দিলে;—আর, অভয় তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা তুল্‌ক্রাম্ কাণ্ড বাধিয়ে বসলো। বারিধি চারিদিকে একবার তাকালে, এবং পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খানিকটা চুপ্ করে বসে রইলো।

তার পর সহসা কি মনে করে একটা পা একটু একটু করে দোলাতে আরম্ভ করলে। সেই দিক পানে আড়ভাবে একবার চেয়ে নিয়েই বেঁটে-কানাই সত্যেনের কানে কানে চুপে চুপে বল্‌লে—"খেয়েছে, সঙ্গীত-বারিধিতে ঢেউ উঠেছে, মাস্তুল সামাল।"

ঝগড়া করবার পূর্ব্বে হুলো বিড়ালের ল্যাজ যেমন ফুলে ওঠে, এবং ঘন ঘন নড়তে থাকে,—তর্ক বা বক্তৃতা করবার পূর্ব্বে বারিধির একটি পা ঠিক তেমনি করে ঘন ঘন আন্দোলিত

হতে থাকে। বেঁটে-কানাইয়ের ভয় অমূলক নয়,—পরক্ষণেই বারিধির বাজখাই কণ্ঠ খাণ্ডারবাণী-ধ্রুপদকেও হার মানিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—"কি গাওয়া হচ্ছে অভয়পদ,—চন্দ্রকোষ না ?"

"হুঁ" বলেই অভয়পদ আবার গান ধরবে ঠিক করছে,—বাধা দিয়ে বারিধি চেঁচিয়ে উঠলো—"গাইলেই হয় না হে,—চন্দ্রকোষের 'জান্' কি বল দেখি ?"

"আজ্ঞে ওসব জানি টানি না" বলে অভয়পদ গাইবার জন্যে যাই হা করা—বারিধি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—"জানি না বল্লেই ত হয় না ;—না জান, জেনে নাও !"—তার পরই বঙ্কার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"বঙ্ক কি বল !"

বঙ্কা স্রেফ্ জবাবই দিলে না,—যেমন গেয়ে যাচ্ছিল তেমনিই গেয়ে যেতে লাগলো।

অভয় এই ফাঁকে গান ধরে ফেলবার চেষ্টা করতেই বারিধি চেঁচিয়ে উঠলেন—"উহুঁঃ, জিনিষটা না বুঝে গাওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে ! জিনিষটা বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন,—বঙ্ক, তুমিও শুনে যাও"—বলেই বারিধি বক্তৃতা সুরু করে দিলে।

বচন-বাগীশ সত্যেনের কানে কানে বল্লে—"একটা চালায় যখন আগুন ধরেছে, তখন বস্তিকে বস্তি পুড়বে বাবা,—কেবল আগু আর পিছু !"—

সত্যেন বল্লে, "আমার ল-পরীক্ষার তেইশ দিন বাকী—সরে পড়ি বাবা !"—

বারিধি বল্লেন—"উঠ্লে যে ?"

সত্যেন বল্লে—"আজ্ঞে তেইশ দিন পর পরীক্ষা।"

বারিধি তার দিকে একটু কেৎরে চেয়ে বল্লেন—"কতক্ষণ করে রোজ পড় ?"

সত্যেন মাথা চুলকে বল্লে—"আজ্ঞে সাত আট ঘণ্টা।"

বারিধি কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়েই হঠাৎ বলে উঠলেন—"রোজ সকালে উঠে 'সা' আর 'পা' এই দুটো পরদা পনের মিনিট করে সেধো দিকিনি—স্মরণ-শক্তি বাড়বে,—শুধু গুচ্ছের পড়লেই হয় না,—মনে রাখতে হবে ত।"—

তার পরই অভয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"এতদিন গান শিখ্ছো, কোন্ পর্দ্দার সঙ্গে আমাদের কোন্ কোন্ নাড়ীর কি সম্পর্ক বল দেখি ?"

সত্যেন বলে উঠলো—"আমি তা হলে এখন—"

বারিধি ধম্‌কে উঠলেন—"বস বস,—তোমারই ব্যবস্থা হচ্ছে !"

অভয় কি বল্‌তে যাচ্ছিল—হঠাৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহিরের দিকে চেয়েই বক্কা চেঁচিয়ে উঠলো—"গোসাঁই !"

মৌচাকে ঢিল্ পড়লে মৌমাছিগুলো যেমন সহসা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবে পাশার ছকের চারিদিক-কার মৌমাছিগুলি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। আতা-দা চেঁচিয়ে উঠলো—"গোসাঁই ?—সত্যি নাকি ?"

সত্যেন একগাল হেসে উত্তর দিলে—"মাইরি !"

সঙ্গে সঙ্গেই গোসাঁই এসে দেখা দিলেন।

গোসাঁই বল্‌তে গা দিয়ে মাছি পিছলে পড়ছে এইরূপ একটী নেয়াপাতি ধরণের শাঁসেজলে চেহারা মনে পড়ে। কিন্তু যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর চেহারায় নেয়াপাতিত্বের বালাই-টুকু পর্য্যন্ত নেই। পাক্কা ছ-ফিট্ চার-ইঞ্চি লম্বা। দেহখানি



গোঁসাই

একখানি বাঁকারি বল্লেই হয়।—কোথাও এতটুকু উঁচু নিচু নেই;—কেবল পিঠের উপরকার অংশ কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়েছে। মাথাটি এত ছোট্ট যে দূর থেকে মনে হয়, মুঠোর মধ্যে

ধরতে পারা যায়। অতটুকু খুলির মধ্যে বিধাতাপুরুষ কি করে যে অতগুলো কলকব্জা বসিয়েছেন—তা ভাবলে ঈশ্বর যে কেউ কেডা নন্, সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়।

লম্বা গলার মাঝবরাবর একটি তেকোনা গাঁট বেখাপ্পা রকম ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ;—কথা কইবার তালে তালে সেটি উঠতে নামতে থাকে। মাথায় কাঁচায় পাকায় চুল—সুমুখ দিকে এলবোট্-তোলা। গোসাঁই হলেও গোঁফ জোড়াটি ফেলেন নি,—দেহের মধ্যে ঐটাই সবচেয়ে জাঁকাল রকমের ; হালকা ফকৃফকে মুণ্ডটির পক্ষে অনেকটা পেপার-ওয়েটের কাজ করছে। —গায়ে একখানি আদ্দির পাঞ্জাবী—কাঁধের কাছে এবং ছাতির দু-পাশে টান ধরেছে ;—ঝুলে কিন্তু সুদশুদ্ধ পুষিয়ে নিয়েছে। আর বৎসর ঐ পাঞ্জাবীটি পরে হোলি খেলেছিলেন বোধ হয়—এখনও স্থানে স্থানে রঙের ছোপ্ লেগে রয়েছে।

গোসাঁই ঘরে ঢুকতেই সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলেন গোসাঁইজি ?"

বঙ্কা চেঁচিয়ে উঠলো—"তোরা থাম্ এখন !—অভয়দা পাখোয়াজে আটা চড়াও,—অনেকদিন সঙ্গতের সঙ্গে গাওয়া হয় নি।—গোসাঁইজি পাখোয়াজটা এগিয়ে নিন্ !"

গোসাঁই সঙ্গীত-সম্মিলনীর বেতন-ভোগী পাখোয়াজী। মাসখানেক পূর্ব্বে সেই যে ডুব মেরেছিলেন,—আজ এই প্রথম দেখা। এরকম ডুবমারা তাঁর পক্ষে নূতন নয়। বোলে কোয়ে ভদ্রলোকের মত ছুটি নিয়ে যাওয়া তাঁর কুষ্ঠিতে কখন লেখেনি।

এটা নাকি তাঁদের তিনপুরুষের অভ্যাস। তাঁর স্বর্গগত পিতাঠাকুর ৺গোবর্দ্ধন মৃদঙ্গরত্ন মহাশয় দিনাজপুরের মহারাজের ওখানে বাঁধা পাখোয়াজী ছিলেন। তিনিও নাকি ঐরকম মধ্যে মধ্যে ডুব দিতেন। তস্য পিতা ৺নয়নচাঁদ বাবাজী চরডাঙ্গার দশ-আনি বাবুদের সভাগায়ক ছিলেন;—তাঁরও উক্ত অভ্যাসটি বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং এর মধ্যে গোসাঁইয়ের মৌলিকত্ব কিছুই ছিল না, তিনি কেবল অতি কষ্টে বংশের ধারা বজায় রেখে চলেছেন মাত্র।

অভয় বল্লে—"তাহলে পাখোয়াজে আটা চড়াই—কি বলেন?"

বঙ্কা বলে উঠলো—"আবার জিজ্ঞেস্ করা কি—চড়িয়ে ফেল—চড়িয়ে ফেল।"

বারিধি বাধা দিয়ে বল্লেন—"হতেই পারে না,—এ সব তাড়াহুড়োর কাজ নয়!—আগে দেখ্তে দাও, আজ কোন্ তিথি;—একমাস পরে এসেছে—সুতরাং যাত্রা বদলান হয়েছে —সে হিসেব আছে?"

বারিধি আরও কি বল্তে যাচ্ছিল, আভা-দা গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো—"ওসব বাজে কথা থাক্ এখন;—গোসাঁই যে না বলা না কওয়া চলে গেলো,—এর জবাবদিহী চাই!—মাস্ মাস্ তলব নিচ্ছেন—অম্‌নি ত আর নয়!—আমরা এখানে দানছত্তর খুলে বসিনি!"

গোসাঁইয়ের মুখে একটি কথা নেই,—সে নির্ব্বিকার ভাবে

পকেট থেকে একটি ছোট্ট পুঁটুলি বার করে ফেল্লে এবং কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে, পরম নিশ্চিন্ত ভাবে পুঁটুলিটির গেরো খুলে ফেলে খানিকটা চটকানো বরফির তাল থেকে এক টুক্‌রো ভেঙ্গে নিয়ে প্রথমেই বারিধির হাতে দিলে, তারপর আতা-দার দিকে চেয়ে অত্যন্ত ভাল মানুষটির মত বল্লে—"আপনারা কজন আছেন বলুন ত ?"

অতি কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে আতা-দা বল্লে—"কেন কি হবে ?"

"কিছু না—এই, বৃন্দাবনজীর প্রসাদ একটু একটু সবাইকে—"

প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য শেষ করে গোসাঁই আরম্ভ করলে —"মাইনে দিয়ে মাথা ত কিনে রেখে দিয়েছেন মশাই, কিন্তু আমার যে কি সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল তা ত একবার ভুলেও কেউ খবর রাখেন নি !"

সকলে একবাক্যে বলে উঠলো—"কেন কি হোলো আপনার ?"

"বলছি মশাই, সব বলছি"—এই অবধি বলেই গোসাঁই হঠাৎ আরম্ভ করে দিলে—"না খেয়ে না পরে হারাম্‌জাদাকে মানুষ করলুম—তারি কি এই ফল !—আবাগের পুত, শুয়োর-ব্যাটা—সে আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, আতা-দা তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলো—"এটা তাড়িখানা নয়, মুখটা একটু সাম্‌লে গোসাঁই !"

লম্বা-জিতেন বলে উঠলো—"আহা, বল্‌তে দাও না আতা-দা, ফিলিংস্‌ নষ্ট কর কেন ?"

বারিধি বলে উঠলেন—"এ সব হচ্ছে বেসুরো পাখোয়াজ চাবড়ানোর ফল। মানুষের চরিত্রের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব বড় কম নয় হে!—গোসাঁইকে বরাবর পৈ-পৈ করে মানা করে এসেছি—তানপুরোর সঙ্গে পাখোয়াজ লাগ্‌টাট্‌ করে না বেঁধে খবরদার বাজিও না। তখন সকলে বলতে,—'এতো আর মজলিসও নয় জলসাও নয় যে অত নিখুঁৎ করে বাঁধতে হবে'—আরে বাপু, তার ফল যাবে কোথায় ?—এখন ঠেলা সামলাও !—পাখোয়াজ আলগা বেঁধে বেঁধে এখন মুখটিও দিন দিন আলগা হয়ে আসছে,—আসবেই যে!—বেসুরো বাজালেই ইড়া আর পিঙ্গলা—"

মাঝ-পথে বাধা দিয়ে লম্বা-জিতেন বলে উঠলো,—"থামো দেও কণ্ডাক্‌টার!—ভবিষ্যতে আর কখন বেসুরে পাখোয়াজ বাঁধা হবে না—মুচলেখা লিখে দিচ্ছি,—এখন গোসাঁইয়ের কথা শুনতে দিন্‌।"

গোসাঁই আরম্ভ করলে—"আপনাদের এখানে শেষ যে দিন বাজিয়ে যাই, সেদিন শনিবার; আপনাদের মনে নেই বোধ হয়, আমার কিন্তু খুব মনে আছে। বাসায় গিয়ে আক্কেলাস্ত হয়ে শয়নে-পদ্ম-লাভ করেছি, এমন সময় তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌লুম—মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবনজী যেন বলছেন—"তুই বৃন্দাবনে যাস্‌—তোর হাত থেকে আমি ননী খাবো!"

সত্যেন বলে উঠলো—"সে দিন ক'ছিলিম চড়িয়েছিলেন বলুন ত গোসাঁইজি ?"

গোসাঁই খিঁচিয়ে উঠলো—"এক ফোঁট্টা ছেলে সব,—বাজে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরো না!—সাদা চোখে কোন্ শালা আজ পর্য্যন্ত দেবদর্শন পেয়েছে শুনি ?"

বারিধি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,—"উহুঃ—ও কথা বলা চলে না গোসাঁই,—আমাদেরই যুগে পরমহংসদেব জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"

গোসাঁই চেঁচিয়ে উঠলো—"তা কে অস্বীকার করছে মশাই!—কিন্তু সাদা চোখে নয় কখনই!—আমি না হয় গাঁজার নেশায় দেখেছি, তিনি না হয় অন্য নেশায়—"

বঙ্কা রামকৃষ্ণ মিশনের একজন মেম্বর, সে খাপ্পা হয়ে বলে উঠলো—"খবরদার, মুখ সামলে গোসাঁই, পরমহংসদেব নিছক্ ভক্তির জোরে—"

বাস্, আর এগুতে হোলো না—গোসাঁই চেঁচিয়ে উঠলো—"ভক্তিটা বুঝি কম বড় নেশা হোলো, লেখাপড়া শিখেছ না ছাই শিখেছ!"

বারিধি লাফিয়ে উঠলো—"একটা কথার মত কথা বলেছ গোসাঁই!—হাজার হোক্ রক্ত যাবে কোথায়?—নিত্যানন্দের বংশ,—বাঘের বাচ্ছা বাবা!—উজ্জ্বল নীলমণিতে বলে—"

উজ্জ্বল নীলমণি অনুজ্জ্বলই রয়ে গেল,—লম্বা-জিতেন চেঁচিয়ে

আতা-দা বাধা দিয়ে বল্লে—"লা-মিজারেব্‌ল্‌ পড়েও অতটা রাগারাগি করা উচিত হয় না বারিধি-দা ;—এক ভায়ের জিনিষ আর এক ভাই নিয়েছে বৈত নয় !"

বারিধি কি বল'তে যাচ্ছিলেন—লম্বা-জিতেন চেঁচিয়ে উঠলো—"শাল-চুরির মামলা আজ মুলতুবি রাখতে আজ্ঞা হয় বারিধি-দা,—এখন রসভঙ্গ না করে গোসাঁইকে বলতে দিন্ !"

বারিধি আবার কি বলতে যাচ্ছিল, বচন-বাগীশ বলে উঠলো—"মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং—বুঝেছেন বারিধি-দা !"

আতা-দা বল্লে—"আপনি মুড়ো নন্ বারিধি-দা—অতএব—"

সত্যেন বল্লে—"আপনি বলে যান্ গোসাঁইজি !"

গোসাঁই নিঃশেষপ্রায় বিড়িটাতে শেষটান্ দিয়ে, সেটাকে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে, আবার আরম্ভ করলে—"আমার গায়ে একটা বিলিতী গায়ের কাপড় ছিল,—শালখানিকে দিব্যি ক'রে তার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে সটান্ বাসায় ফিরে এলুম।"

বারিধি চেঁচিয়ে উঠলেন—"কত টাকায় বাঁধা দিলেন ?"

আতা-দা বাধা দিয়ে বল্লে, "সে কথা পরে হবে, রসভঙ্গ করবেন না বলছি !"

গোসাঁই বলে যেতে লাগলো—"শালটি পত্রপাঠ বিক্রি করে ফেল্লুম ;—নগদ ২৫টি টাকা হাতে এলো,—ভাবলুম আরো কিছু যোগাড় করতে না পারলে ত সুবিধে হচ্ছে না !—আর দশটা টাকা হলেই চলে যায়।—অনেক ভেবে চিন্তে শেষে [illegible] আতা-দার কাছ থেকে—"

আর ব'লতে হোলো না—আতা-দা চেঁচিয়ে উঠলো—"তারপর ?"

গোসাঁই নির্ব্বিকার ভাবে বলে যেতে লাগলো—"তার পর, আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুনলুম—আপনি বাড়ী নেই—কোথায়—"



• আতা-দা গর্জ্জন করে উঠলো—"আমার রিষ্ট-ওয়াচ !"

আতা-দা গর্জ্জন করে উঠলো—"আমার রিষ্ট-ওয়াচ্ ফিরিয়ে দাও বলচি গোসাঁই—নইলে—"

বারিধি বলে উঠলেন—"লা-মিজারেবল্ আমি একা পড়িনি ভায়া—তুমিও পড়েছ—সুতরাং ঘ্যাবড়াও মৎ !"

আতা-দা তবু কি বলতে যাচ্ছিল—বচন-বাগীশ বলে উঠলো—"কথা কইলে সমস্ত মোহ-মুদ্গরখানি পিঠের ওপর পড়বে, বলে রাখছি।—আপনি বলে যান্ গোসাঁই,—গল্প ক্রমেই বেশ জমাট বাঁধছে।"

গোসাঁই বলে যেতে লাগলো—"বারিধি-দা আর আতা-দার কৃপায় শ্রীধাম-যাত্রা ত হোলো। পুণ্যির বখরা অবশ্য তিন ভাগ হবে নিশ্চয়ই ;—আপনাদের দুজনের মূলধন, আর আমার পরিশ্রম।"

যাক্, তিন সপ্তাহ বৃন্দাবনে থেকে কলকাতায় ত ফিরলুম। সেই দিনই এখানে আসব, সব ঠিক্ ঠাক্,—হঠাৎ মনে হোলো—একবার দেশটা ঘুরে এলে হয় না? হাতে খরচ-পত্তর নেই,—বাড়ী থেকে যদি কিছু আদায় করে আনতে পারা যায়,—বড় ছেলে গোপ্লাটা ত লায়েক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া দু-চার ঘর শিষ্যও আছে ;—অনেক দিন যাওয়া হয় নি,—কিছু আদায়ও হতে পারে।"

"তিন ঘণ্টার পথ। সন্ধ্যের ঠিক পূর্ব্বেই দেশে গিয়ে নামলুম। ইষ্টিশন্ থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরেছি ;—দূরে দেখি, কে'যেন আসছে।—মণ্ডলদের নিতাই না?—হাঁকলুম, নিতাই বুঝি?—ব্যাস্, আর কোথায় আছে!—আসছিল আমার দিকে—উল্টো দিকে মুখ করে টেনে দৌড়।"

কিছুই বুঝতে পারলুম না,—এ আবার কি রে বাবা—! আমাকে দেখে পালায় কেন,—কি করেছি ওর?"

"কিছুই বুঝতে না পেরে আবার চলেছি। তাঁতিদের পুকুর-পাড় ঘেঁসে সরু পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে;—পথের একদিকে তাঁতি-পুকুর, আর একদিকে বাঁশ-ঝাড়। পুকুর-ধার বরাবর এসে দেখি, কে একটি স্ত্রীলোক পুকুর থেকে জল নিয়ে বাড়ী ফিরছে।—খেঁদির-মা না?—ডাক্‌বো মনে করছি,—এমন সময় ভস্‌ করে একটা শব্দ কানে পৌছুলো,—চেয়ে দেখি, মাটির কলসিটি খেঁদীর মার কাঁকাল থেকে কখন খসে পড়ে গিয়ে ফেঁসে গেছে,—আর খেঁদীর-মা বিট্‌কেল একটা আওয়াজ করতে করতে উল্টো দিকে ছুটেছে।"

"এ আবার কি কাণ্ড রে বাবা!—একবার মনে হোলো, বাসায় শুয়ে শুয়ে নেঁশার ঝোঁকে খেয়াল দেখ্‌ছি না ত? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে?—দিব্যি স্বশরীরে হেঁটে চলেছি;—পকেটে তখনও রিটার্ন্‌-টিকিট্‌ রয়েছে।—মাথাটা ঘুলিয়ে গেল,—কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

"যাই হোক্‌, আবার চলেছি। বাড়ীর কাছ বরাবর আসতেই আর এক কাণ্ড।—মাইতিদের রকে হ্যারিকেন্‌ জেলে নকুড়-দা আর মদন-মাষ্টার দাবা খেলছিল,—আমাকে দেখেই হঠাৎ বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি বেগতিক দেখে একদৌড়ে পৈতৃক ভিটের মধ্যে ঢুকে পড়লুম,—কি জানি বাবা কি ব্যাপার!"

"উঠোনে পা দিয়েই দেখি—শুয়োরব্যাটা, হারাম্‌জাদা গোপ্‌লা গোয়ালে আলো জেলে কি করছে। শুয়োরব্যাটার

মাথার দিকে চেয়ে দেখি—মস্তকখানি দিব্যি পরিস্কার ক'রে কামানো।"



খেঁদির-মা বিটকেল একটা আওয়াজ করে উল্টো দিকে ছুটছে।

"ব্যাপারটা এতক্ষণে অনেকটা পরিস্কার হয়ে এল। তবু জিজ্ঞাসা করলুম—মাথা কামিয়েছিস্ কেন রে গোপ্লা ?

আম্‌তা আম্‌তা করে সে বল্লে—"আজ্ঞে, সে অনেক কথা,—আগে জিরোন্,—তার পর সব বলছি!"

বল্লুম—"না, এখুনি সব খুলে বল্ হারামজাদা!—একটি মিছে কথা বলেছ কি আমি তোমাকে সুইসাইড্ করেছি—মনে থাকে যেন!"

সে ঘাড় চুল্‌কে, হাত কচ্‌লে বল্লে—"আজ্ঞে, আমার ধারণা, আপনি গঙ্গালাভ করেছেন।"

বারিধি তন্ত্র থেকে কি একটা আওড়াতে যাচ্ছিল—সকলে প্রায় এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"খবরদার রসভঙ্গ করবেন না বলছি!"

গোসাঁই বলে যেতে লাগলো—"আমি বল্লুম—আমি গঙ্গালাভ করেছি, তোকে কে বল্লে রে হারামজাদা?"

সে বল্লে—"আজ্ঞে, বিন্দাবন থেকে একটা পোষ্টকার্ড পেয়েছিলুম—তাতে ঐ কথা লেখা ছিল।"

বল্লুম—"সে পোষ্ট-কার্ড কোথায় দেখি!"

বল্লে—"আজ্ঞে সেটা হারিয়ে ফেলেছি।"

বল্লুম—"বাজে বকৃতে হবে না—সত্যি কথা বল্—নইলে এখুনি তেজ্যপুত্ত্বুর ক'রব—তা জানিস্?"

সে বল্লে—"মাইরি বলছি বাবা, কোন্ শালার-ছেলে মিছে কথা বলে;—আমি জানি তুমি মরে গেছ।"

বল্লুম—"তোকে জন্ম দিয়েছি তা জানিস্?—আমার কাছে উড়তে পারবি নি গোপ্‌লা—সাফ্ সাফ্ কথা বল্!"

গোপ্‌লা তখন বল্লে—"আজ্ঞে টাকার বড় টানাটানি পড়েছিল—তাই—"

বল্লুম—"তাই আমাকে গঙ্গা-পাওয়াতে হোলো,—আর শিষ্যিবাড়ী ঘুরে ছেরাদ্দোর টাকা তোলা হয়েছে।"

নীরেন তরুণ-সাহিত্যিক, এই অবধি শুনেই সে আর থাকতে পারলে না—বলে উঠলো—"মানুষের চরিত্র যে কত জটিল আর মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি গুলো যে কত বিচিত্র তা প্রকৃত জীবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, তারা ধারণাতেই আনতে পারে না। সেক্স্‌পীয়রের 'কিং-লিয়রের' ট্র্যাজেডির চেয়ে গোসাঁইয়ের এই ট্র্যাজেডি আমার কাছে ঢের বেশী বাস্তব বলে মনে হয়।—তুমি কি বল আতা-দা?"

আতা-দা বলে উঠলো—"নিশ্চয়ই!—টাকার জন্যে মানুষ বাপের শ্রাদ্ধ করে, এর চেয়ে—"

বাধা দিয়ে সত্যেন বলে উঠলো—"গোসাঁইজীর খুব কড়া জান্‌, তাই হার্টফেল্‌ করলে না—অন্য কেউ হলে—"

বারিধি 'বৈরাগ্যশতক' থেকে কি একটা আওড়াতে যাচ্ছিল,—লম্বা-জিতেন তার আগেই বলে উঠলো—"আপনার মনের অবস্থাটা তখন কি রকম হোলো গোসাঁই-জি?"

গোসাঁই বল্লে—"তখনও বিশেষ কিছু হয় নি!"

নীরেন আর সত্যেন চোখদুটোকে ঠিক্‌রে বার করে ফেলবার মত করে বলে উঠলো—"বলেন কি!"

আতা-দা বলে উঠলেন—"লোকটা তখন পাথর হয়ে

গেছলো—বুঝলে না !—মনে বড্ড বেশী আঘাত লাগলে মানুষ ঐ রকম অসাড় হয়ে যায়।"

বারিধি বলে উঠলেন, "সাংখ্যদর্শনে ঐ অবস্থাটাকে বলে"

—সাংখ্যদর্শনকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই গোসাঁই বলে উঠলো—"ওর চেয়ে বড় আঘাত বাকী আছে মশাই—সবটা শুনুন আগে !"

নীরেন উন্মুখ হয়ে বসে রইলো ;—সেক্স্‌পীয়র ইতিপূর্ব্বেই পপাত ধরণীতলে,—ট্র্যাজেডিটা যদি এর ওপরও আর এক পর্দ্দা চড়ে, তা হলে মহাকবিকে পাতালে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যক্ষ জীবন আর কল্পনা—হুঁ—হুঁঃ !—ঠেলাটা বোঝ এইবার !

আতা-দা বলে উঠলো—"এর চেয়ে আঘাত কিছু থাকতে পারে নাকি ?"

বারিধি বলে উঠলো—"অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়া।"

তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন—লম্বাজিতেন বাধা দিয়ে বলে উঠলো—"আরে, আসল কথাটাই শুনতে দাও আগে—তার পর সারা জীবন ধরে টীকা টীপ্পনি কোরো তখন!—আপনি বলে যান্ গোসাঁই !"

গোসাঁই বলে যেতে লাগলো—"আমি তখন ব্যাপারটা সবই বুঝতে পারলুম।—বল্লুম—যা করেছিস্—তা করেছিস্,—তার জন্যে কিছু বলছি না,—সংসার করতে গেলে ওরকম মাঝে মাঝে করতে হয়।—আমিও যে না করেছি তা নয়।—তুইত

একবার,—আমি তোর ঠাকুর-দাদাকে দু-দুবার স্বর্গে পাঠিয়ে-ছিলুম্—সে কথা যাক্!—এখন কত টাকা জোগাড় করেছিস্ বল্ দেখি?"

সকলে পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগলো।

গোসাঁই বলে যেতে লাগলো—"গুয়োর-ব্যাটা বল্লে—সবশুদ্ধ একশ—ছাপ্পান্ন টাকা।"

বল্লুম—"শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ করেছিস্?"—

বল্লে—"সবই।"

বল্লুম—"হতেই পারে না—মিছে কথা বলছিস্!—আমার ভাগ আমাকে দে শীগ্‌গির—নইলে তোর নামে মানহানির মোকদ্দমা আনবো বলে রাখছি—আমাকে ভূত বানান হয়েছে,—ইয়ারকি নয়!"

সে বল্লে—"আমার কচুটা করবে তুমি।"

এই অবধি বলেই গোসাঁই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো,—"বুঝুন্ ধাক্কাটা একবার! ঠিক বলেছেন, আমি বলেই তাই বরদাস্ত করলুম, অন্য কেউ হলে হার্টফেল করতো মশাই, একি সহজ ধাক্কা! আমারই শ্রাদ্ধ করে টাকা রোজগার করলি, আর আমাকেই কিনা কলা দেখালি, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না যে রে হারামজাদা!"

নীরেন বল্লে, "পরীক্ষার আর ২৩ দিন মাত্র বাকী, বাজে সময় নষ্ট করাটা ঠিক নয়!"

সত্যেন বল্লে, "বাড়ী চল্লুম।"

আতা-দা বল্লে, "আমার রিষ্ট্‌ওয়াচের দাম আদায় করে তবে ছাড়বো !"

বারিধি বল্লেন—"ধার করে যে শোধ্‌ না করে, তার সম্বন্ধে মনু কি বিধান দিয়েছেন জানেন গোসাঁই ?"

বিধানটা আওড়াবার পূর্ব্বেই বচনবাগীশ বলে উঠলো—"ওর চেয়ে ভালো বিধান আমার কাছে আছে—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

বঙ্কা বলে উঠলো—"ওদের সঙ্গে খামোকা বক্‌ছেন্‌ কেন—পাখোয়াজে আটা চড়ান্‌ গোসাঁই-জি !"



ট্রেণ ছাড়িতে আর মিনিট দুই বাকী। গ্রীষ্ম-কালের দ্বিপ্রহর; প্ল্যাট্‌ফর্মের ভিতর অসহ্য গরম;—উন্মুখ হইয়া গাড়ী ছাড়ার প্রতীক্ষা করিতেছি,—এমন সময় হঠাৎ হন্তদন্ত ভাবে ছুটিতে ছুটিতে একটি ভদ্রলোক আমি যে কামরায় বসিয়াছিলাম, তাহারি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কামরাটার চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া, আমার দিকে চাহিয়া মুখখানাকে ফ্যাঁচ্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"রেলকোম্পানীর কাণ্ডটা দেখেছেন একবার,—সেকেণ্ড্‌-ক্লাসে ছেঁড়া গদি—য়্যাঃ!—only cheating and blood-sucking—বুঝ্‌লেন কিনা!—সাদা বাংলায় যাকে বলে—রক্তশোষণ!"

বহুরূপী

ছোটো খাটো একরত্তি লোকটি ; বয়স ত্রিশও হইতে পারে আবার পঞ্চাশ হওয়াও বিচিত্র নয় ;—চেহারা দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা অসম্ভব। মাথার চুলগুলি সাঁজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া ;—চোখ দুটি গোল গোল, এবং নাসিকাটি কপাল হইতে ইঞ্চিদেড়েক অত্যন্ত বিনীত এবং সঙ্কুচিত ভাবে নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া, শেষ বরাবর হঠাৎ কোনও অজানিত কারণে রীতিমত মাথা উঁচু করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

বুঝিলাম তাড়াতাড়িতে ভদ্রলোক সেকেণ্ড্-ক্লাস মনে করিয়া ইণ্টার-ক্লাসে উঠিয়া পড়িয়াছেন। বলিলাম—"এটা সেকেণ্ড্ক্লাস্ নয় মশাই—ইণ্টারক্লাস্।"

"তাই নাকি ?—তাড়াতাড়িতে মিষ্টেক্ (ভুল) করে ফেলেছি দেখ্‌ছি।"

ট্রেণ তখন ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিয়াছে। "যাক্, পরের ষ্টেশনে গাড়ী বদল কর্‌লেই অল্‌রাইট্ হ'য়ে যাবে—কি বলেন—য়্যাঃ!"—বলিয়াই ভদ্রলোক আমারি পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং হঠাৎ কি মনে করিয়া আমার আপাদ-মস্তক ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কলেজ-ষ্টুডেণ্ট্ বোধ হয় ?"

"ব'ল্লাম—আজ্ঞে না।"

"Then—? (তবে ?)"

"কলেজে অধ্যাপনা করি।"

ভদ্রলোক উৎসাহে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অল্

রাইট্, ভেরি গুড্!—আমি ঠিক এই রকম লোকই চাই—বুঝ্‌লেন কিনা,—exactly এই শ্রেণীর লোক!" তাহার পর কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অচ্ছা, আমার চেহারা দেখে কি মনে হয় বলুন দেখি?"

ব'ল্লাম—"বেশ ভদ্রলোক ব'লেই মনে হয়।"

দেখিলাম, ভদ্রলোক আদৌ সন্তুষ্ট হন্ নাই,—মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলিলেন—ভদ্রলোক নয়'ত কি ছোটলোক ব'লে মনে হবে নাকি?—nonsense—সে কথা ক'র্‌ছি না!"

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"তবে?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া ভদ্রলোক হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন —"আমাকে দেখে খুব আপ্-টু-ডেট্ ব'লে মনে হয় কি?"

এতক্ষণে ভদ্রলোকের স্বরূপের কতকটা আভাস পাওয়া গেল;—বুঝিলাম, ইনি সেই শ্রেণীর জীব, যাঁহাদের গড়িবার সময় বিধাতাপুরুষ সৃষ্টির কোন সূক্ষ্মতম, রহস্যময়, অজানিত কারণে মস্তিষ্ক-যন্ত্রের দু-একটি স্ক্রু কিঞ্চিৎ আল্গা রাখিয়া দিতে বাধ্য হন্।

মুখে বলিলাম—"রীতিমত আপ্-টু-ডেট্ ব'লে মনে হয় —বলেন কি!"

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"অথচ দেখুন, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ সব কি রকম old fashion-এর (সেকেলে ধরণের)——"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলাম—"ছাই চাপা আগুন আর কি!"

"Very right কথা বলেছেন অপনি—সাদা বাংলায় যাকে বলে অকাট্য সত্য—বুঝেছেন কিনা!—ঠিক ধরেছেন স্যার!" বলিয়াই হঠাৎ মৃদু হাস্য করিলেন, এবং তাহার পর সহসা কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শরৎচাটুয্যের 'চরিত্রহীন' প'ড়েছেন?"

ব'ল্লাম—"পড়েছি বৈকি!"

"সতীশকে মনে পড়ে?"

"পড়ে বৈকি!"

"তার পোযাক-পরিচ্ছদ কি রকম ছিল বলুন দেখি?"

বল্লাম—"শরৎবাবু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি ত!"

"তাহ'লেই দেখুন, তার পোযাক-পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য ছিল না নিশ্চই—কেমন ত?"

ব'ল্লাম—"তা বটে!"

"অথচ সে আপ্-টু-ডেট্ নয়, এ কথাও বলা চলে কি?"

ব'ল্লাম—"রামচন্দ্র!—একেবারে যাকে বলে অত্যাধুনিক—মোষ্ট্ আপ্-টু-ডেট্—তা না হ'লে আর মেসের ঝির সঙ্গে প্রেম করে মশাই!"

"Very very correct sir!—তাহ'লেই দেখুন আপ্-টু-ডেট্ দুই শ্রেণীর—দৈহিক এবং মানসিক—ইংরাজীতে যাকে বলে bodily and mindly—বুঝেছেন্ কিনা!"

অতি কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিলাম—"বুঝেছি, আপনি শেষোক্ত শ্রেণীর।"

"ঠিক তাই!— আমার চুলগুলো যে এত ছোট ছোট এবং খোঁচা খোঁচা দেখ্‌ছেন, সেটা অবশ্য অন্য কারণে।—আমার যিনি birth-giver অর্থাৎ কিনা জন্মদাতা, বুঝেছেন কিনা—তিনি আজ মাস খানেকের কিছু ওপর হোলো, ধরাধাম ছেড়ে গেছেন কিনা, তাই after the end of the uncleanness (অশৌচান্তে) মস্তক মুণ্ডন কর্‌তে হয়েছে—সেই জন্যেই এখনও —অবশ্য মনে করবেন না আমি ওসব কুসংস্কার মানি—কি জানেন পাঁচজনের requestএ (অনুরোধে) প'ড়"—

বলিলাম—"বুঝ্‌তে পেরেছি!"

"বুঝেছেন ত—আমার স্বর্গগত পিতা—" এই অবধি বলিয়াই ভদ্রলোক সহসা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া বলিলেন —"মাপ করবেন মশাই—পিতাকে স্বর্গগত বলাটা আমার নিশ্চয়ই অন্যায় হ'য়েছে।—তিনি কোথায় গেছেন with our own personal eyes অর্থাৎ কিনা স্বচক্ষে নিজে গিয়ে না দেখে আসা পর্য্যন্ত, তাঁর উপস্থিত বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করাটা আমার মতে নেহাতই disscientific অর্থাৎ কিনা অবৈজ্ঞানিক;—নয় কি?—দোষই বলুন আর গুণই বলুন—নিজের চক্ষে যতক্ষণ না দেখ্‌চি ততক্ষণ কোন জিনিসকেই বিশ্বাস কর্‌তে রাজি নই—এমন কি আয়নায় নিজের চেহারাখানা যদি দেখ্‌তে না পেতুম, তাহ'লে নিজের অস্তিত্বে

আমার যথেষ্ট doubt (সন্দেহ) থেকে যে'ত—ঐ জন্তেই ত ভগবান মানি না মশাই ?" বলিয়া ভদ্রলোক সগর্ব্বে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাসি সামলাইয়া বলিলাম—"ওঃ—কি ভয়ানক আপ্-টু ডেট্ আপনি !"

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—"অবশ্য বাবা স্বর্গেই থাকুন, আর নরকেই থাকুন,—সুখে থাকুন এ কামনা আমি with all my heart ক'রে থাকি—বুঝেছেন্ কিনা !—হাজার হোক্ birth-giver (জন্মদাতা) ত বটে।—আর তা'ছাড়া সালিয়ানা দেড়লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে গেছেন—সেদিক থেকেও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে—কি বলেন—য়্যাঃ ?"

এবার সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম ;—এই কিম্ভূত কিমাকার জীবটির বাপ এর জন্তে দেড়লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে গেছে—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ !—মুখে কিন্তু বলিলাম—এখানেও দেখছি সতীশের সঙ্গে আপনার মিল রয়েছে !—সতীশের বাপেরও বেশ মোটা টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল।

একটু হাসিয়া বলিলেন—"very probably (খুব সম্ভব) তাই !—কিন্তু আমাকে দেখ্‌লে—"

বলিলাম—"পূর্ব্বেই ত বলেছি ছাই-চাপা আগুন !"

এই সময় ট্রেণ লিলুয়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

বলিলাম—"গাড়ী বদল্ করবেন না ?"

"নাঃ—গাড়ী বদল্ ক'রে আর কাজ নেই—আপনাকে বড্ড ভাল লেগে গেছে—চলুন্ এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্ !"

হঠাৎ একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিল।

সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—ফপিস্‌নেস্ (বাজে বাবুয়ানা) জিনিষটা, বুঝেছেন কিনা, আমি আদৌ পছন্দ করি না—সতীশও ক'রত না, তা লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়।

ছোকরাটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"মহাশয়কে কোথাও দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে যেন !"

ভদ্রলোক তাহার দিকে সাগ্রহে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিলেন, —"কোথায় বলুন দেখি ?"

"তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না; আপনার নামটি শুন্‌তে পাই কি ?"

ভদ্রলোক সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন—"শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মিত্র, স্বর্গীয়, থুড়ি থুড়ি, মৃত রায়বাহাদুর সুবর্ণকান্তি মিত্র মহাশয়ের only living son (একমাত্র সন্তান)।"

"আর বল্‌তে হবে না, আমিও তাই আঁচ কর্‌ছিলুম, অনেকদিন আগে দেখেছিলুম কিনা !"

সোৎসাহে ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"আপনি আমাকে কি ক'রে দেখ্‌লেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া ছোকরাটি বলিল—"চার বছর আগে বাবার

সঙ্গে আপনাদের দেশে একবার গেছ্‌লুম, সেই সময় আপনাকে প্রথম দেখি।”

“আপনার পিতার নাম?”

“শ্রীঅমূল্যধন চক্রবর্ত্তী।”

“ওঃ—আপনি অমূল্য বাবুর ছেলে, তিনি যে বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন—যাকে বলে very very bosom friend, তা, আপনাদের খবর সব ভাল ত?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার পিতাঠাকুর ত সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন।”

“Exactly so! খবরের কাগজে পড়েছেন বুঝি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ!”

“তা, আপনি এখন কি করছেন্?”

“কলেজে পড়্‌ছি!”

“কোন্ ক্লাসে?”

“ফোর্থ্ ইয়ারে।”

“তা বেশ বেশ!”—তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন—“আপনি ‘চরিত্রহীন’ পড়েছেন?”

“পড়েছি।”

“বেশ ভালই হোলো—আপনি তা’হলে আমাদের আলোচনায় join করতে (যোগ দিতে) পারবেন।”

তারপর সহসা আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—“আপনি ‘চরিত্রহীন’ বইটাকে কি বলেন?”

"খুব Sweet (মিষ্ট) এবং করুণ কণ্ঠে সে উত্তর দিলে—কি বল্‌ছেন ?"

"ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছাটা মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে বল্লুম্—"ক্যাস্‌বাক্সটা খুলে যা লাগে বার করে নিয়ে কিছু খাবার টাবার কিনে নিয়ে এস দিকিনি !"

"ঘাড় হেঁট ক'রে সে বল্লে—"আপনিই বের করে নিন্ না কেন !"

বল্লুম্—"ও একই কথা—তুমিই হাতে করে বার করে নাও না—আমি আর উঠ্‌তে পারি না।"

"সে আস্তে আস্তে উঠে বাক্স খুলে টাকা কড়ি যা দরকার বার ক'রে নিয়ে চাবিটা ফেরত্ দিতে আস্‌ছিল—বল্লুম্—ও তোমার কাছেই থাক্ সতী—পয়সা কড়ি দরকার হলে তুমি নিজেই বার করে নিও'খন,—আমি যে রকম ভোলামহেশ্বর—কোথায় হারিয়ে টারিয়ে ফেল্‌বো শেষকালে !"

"সে চলে যাচ্ছিল, ডেকে বল্লুম—'আজ থেকে শুধু চাবি নয়—আমার ভারও তোমার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিলুম্—বুঝ্‌লে ?'—বলেই তার হাতখানা ধ'রতে যেতেই সে লজ্জায় একবারে যাকে বলে mixed with mud (মাটির সঙ্গে মিশে গেল)।"

ছোকরাটি অতি কষ্টে হাসি সামলাইয়া লইল ;—আমার অবস্থাও কাহিল হইয়া আসিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম্—"তারপর ?"

"তারপর এই ভাবে দিন কাটতে লাগলো Sir;—বেশ আছি—প্রেম ক্রমেই Solidified (ঘনীভূত) হয়ে আসছে—এমন সময় হঠাৎ একদিন—"

এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ কি মনে করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ—একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি,—মেসে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো;—ভদ্রলোকের হালেই স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে।—সে কি wonderful (দারুণ) শোক মশাই!—রাতদিন কেবল weeping and weeping (কান্না আর কান্না)—বুঝেছেন্।"

বলিলাম—"চরিত্রহীনের উপীন-দা বলুন্!"

"Fxactly (ঠিক্) সেই রকম মশাই, Exactly (হুবহু) সেই রকম।—ভদ্রলোকের সে কি হাহুতাশ!—ইচ্ছা ক'রলে যে কোন moment এ (মুহূর্ত্তে) হার্ট্ফেল্ করতে পারেন এমনি অবস্থা।"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"এ জায়গাটাতে অন্ততঃ শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'কে রিয়েলিষ্টি বলতে হবে!"

"কখনই না মশাই, কখনই না—শেষ অবধি শুনুন্ আগে!" বলিয়া ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করিলেন—"সেদিন শনিবার; সন্ধ্যের দিকটায় মেসের একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে থিয়েটারে যাবো বলে তৈরী হচ্ছি;—সতীকে ডেকে বল্লুম্—'ফিরতে রাত হবে—তুমি আমার খাবার ঘরে রেখে দিও—আমার জন্তে জেগে থাকবার দরকার নেই—ঘুম এলেই ঘুমিয়ে পোড়ো।"

সোৎসাহে ছোকরাটি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"সে কি বল্লে ?"

বল্লে—"কোথায় যাচ্ছ শুনি ?"

আমি বল্লুম—"ধরনা কেন কোন বারবিলাসিনীর ঘরে।"

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম্—"একথা শুনে সে কি বল্লে ?"

ভদ্রলোক বলিলেন—"সে বল্লে, 'বারবিলাসিনী আবার কে গো ?——আপনা আপনি কেউ হন্ বুঝি ?'—

রিয়েলিষ্টি কি রকম বুঝুন্ একবার !—এই সোজা বাংলা কথাটা বুঝ্‌তে পারলে না,—মনে করলে, বারবিলাসিনী বুঝি আমার কোন আত্মীয়ার নাম—বুঝুন্ একবার ব্যাপারটা !—অথচ শরৎবাবু সাবিত্রীকে কি রকম educated (শিক্ষিতা) করে এঁকেছেন্—হুঁঃ !—রিয়েলিষ্টি বল্লেই রিয়েলিষ্টি হোলো কি না !"

ছোক্‌রাটি বলিয়া উঠিল—"যাক্ উপীন-দা অনেকটা মিল্‌ছে ত !"

"ছাই মিল্‌ছে—শেষ অবধি শুনুন্ আগে—তার পর judge (বিচার) করবেন।"

বলিলাম—"বেশ—শেষ অবধি শোনাই যাক্ ;—তারপর ?"

ভদ্রলোক আবার বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ—কি বলছিলুম্ —সতীকে বল্লুম্—ফির্‌তে রাত হবে, তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পোড়ো—আমার জন্যে জেগে থেকো না !"

সে বল্লে—"বেশী রাত কোরোনা যেন !—"

বল্লাম্—"কেন বল দেখি ?—

সে বল্লে—আমার বড্ড ভাবনা হয়।"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"এই ত সাবিত্রীর সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছে মশাই !"

বিরক্ত হইয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"শেষ অবধি শুনুন্ আগে !"

খেই ধরাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—"সে বল্লে, আমার বড্ড ভাবনা হয়, এই অবধি বলেছেন্—তার পর ?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"আমি বল্লুম্—কেন ভাবনা হয় সতী ?—আমি তোমার কে, যে আমার জন্যে—"

সে বল্লে—"জানি না,—আর লজ্জা দেবেন্ না আমাকে !"

তারপর আমি বল্লুম্—"ধর আমি যদি মদ খেয়ে অর্দ্ধেক রাত্রে ফিরি, তাহলে কি কর ?"—

সে বল্লে—"সে জন্যে ভেবোনা বাবু—আমি মোড়ের দোকান্ থেকে চাট্ কিনে রাখ্‌বোখ'ন,—রাত্তিরে বাড়ী ফিরে যদি না পান্—তখন বল্‌বেন্ !—আমরাও যত্ন-আত্যি করতে জানি গো বাবু,—কোটা-বারান্দায় না হয় নাই দাঁড়ালুম্—তাই বলে কি—"

কথাটা শেষ না করিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—"বুঝুন্ shock টা (ধাক্কাটা) !"

"যাক্, মন খিঁচ্‌ড়ে থিয়েটার দেখ্‌তে ত বেরিয়ে পড়া গেল ; একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছিল—সারা রাস্তাটা শরৎ

চাটুয্যেকে মনে মনে গাল্ দিতে দিতে গেলুম্—সদ্দারি করে রিয়েলিষ্টি নভেল্ লিখতে গেছেন্—হুঁঃ!

ছোক্‌রাটি আবার বলিয়া উঠিল—"উপীনদার চরিত্রটা ত মিল্‌ছে মশাই!"

"আরে রাখুন্ আপনার উপীন-দা!—যত রাজ্যের গুলিখোরের কাণ্ড;—রিয়েলিষ্টি চরিত্র আঁক্‌ছেন্, না আমার মাথা করছেন্—আমার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন্!"

বলিলাম—"যাক্, তার পর কি হোলো বলুন্।"

"হ্যাঁ কি বলছিলুম্?"—বলিয়া ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করিলেন—"হাতিবাগানের মোড় বরাবর এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটি বল্লেন্—দুখানা দশটাকার নোট্ দিন্ ত—একটা বক্স্ রিজার্ভ্ করে আসি।—

"Atonce (তৎক্ষণাৎ) দুখানা নোট্ তার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লুম্—'দেরী করবেন্ না—আমি অপেক্ষা করছি—মনে থাকে যেন!—"

"পাঁচ মিনিট্ কেটে গেল—দশ মিনিট্ কেটে গেল—ক্রমে আধঘণ্টা—শেষে একঘণ্টা যখন কাট্‌লো, তখন হতাশ হয়ে ড্রাইভার্‌কে বল্লুম্—কি ব্যাপার মাইডিয়ার্ ড্রাইভার্?"

সে বল্লে—"কা জানে বাবু—পলায়ন করা হায় নেই ত?"—

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"ওঃ, দাদার আমার কি স্মরণশক্তি,—ড্রাইভারের ভাষাটি একবারে হুবহু মুখস্ত করে ফেলেছেন্ দেখ্‌ছি!"

আমি বলিলাম—"সে যাক্—এখন গল্প শুনুন্—ক্রমেই ব্যাপারটা ঘনিয়ে আস্‌ছে।"

ভদ্রলোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"এমনি করে আরও ঘণ্টাখানেক্ অপেক্ষা করে শেষকালে কি আর করি, সেই ট্যাক্সিতেই বাড়ী ফিরলুম্।"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"ফিরে নিশ্চয়ই দেখ্‌লেন্, সতী আপনার বিরহে—"

"Keep quiet—চুপ করুন, সেই কথাই বল্‌ছি,—এইবার দুজনেই মনকে দৃঢ় করুন্;—কেন না, এর পর যে কথা শুন্‌তে হবে তা যেমন heart-breaking (হৃদয়-বিদারক) তেমনি fearful (ভয়ঙ্কর)!"

উভয়েই প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম—"আমরা প্রস্তুত—বল্‌তে পারেন!"

ভদ্রলোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ট্যাক্সি-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভাবলুম্—চুপি চুপি গিয়ে দেখা যাক্ সতী কি কর্‌ছে।—মনে মনে ঠিক্ দিয়ে রেখেছিলুম্—গিয়ে দেখ্‌বো, সে আমার ঘরের মেঝের ওপর আঁচলখানি spread করে (বিছিয়ে) torn creeperটির (ছিন্ন লতিকাটির) মত পড়ে রয়েছে। জুতো প'রে গেলে হয়ত পায়ের শব্দে জেগে উঠ্‌বে;—অমন একটা beautiful scenery (মনোরম দৃশ্য) আর দেখা হবে না। তাই জুতো জোড়াটি খুলে হাতে করে নিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে একবারে তেতালার ছাতে গিয়ে উঠলুম্।—ঘরে আলো

জ্বল্‌ছে ;—আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেছি ;—মনটা কি বলব মশাই, imaginationএর (কল্পনার) একবারে শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁচেছে ;—বুকের ভেতর কে যেন hammer (হাতুড়ি) মার্‌ছে—এমনি অবস্থা।—পা টিপে টিপে চলেছি—আরো কাছে —আরো কাছে ! মনের মধ্যে তখন কেবলি জাগ্‌ছে—কি করে জাগাবো ?—হাত দিয়ে ঠেলে ?—উহুঃ !—সেটা নেহাতই prosely (গন্ত্যময় ব্যাপার) হয়ে দাঁড়াবে।—পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ?—উঁহুঃ !—ওর চেয়ে আরো romantic একটা কিছু !—thirsty (তৃষাতুর) ঠোঁট্ দুটো সহসা চুল্‌বুলিয়ে উঠ্‌লো !—ধীরে অতি ধীরে ঘরের চৌকাঠের উপর পা যেই দেওয়া—বাস্ একবারে stone (পাথর) !— আমারি ধব্‌ধবে বিছানাটির ওপর সতী আর আপ রিয়েলিষ্টি উপীন-দা—"

আর অগ্রসর হইতে না দিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম- "যাক্, তারপর কি হোলো বলুন্ ?"

"তারপর আর কি ?—বাড়ী ফির্‌ছি !—এর পরও আপনারা শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন' বইখানাকে রিয়েলিষ্টি নভেল বল্‌তে চান্ ?"

বল্লাম্—"রামচন্দ্র !"

ঠিক্ এই সময় ট্রেণ্‌টা বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।—ইতিমধ্যে কত ষ্টেশন্ যে পার হইয়া গিয়াছে, গল্পের ঝোঁকে তাহা লক্ষ্য করিতেই পারি নাই।—চাহিয়া দেখি, সুমুখের

প্ল্যাট্ফর্মে আর একটা ট্রেণ্ আসিয়া লাগিয়াছে,—জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল—সেই ট্রেণ্টার যে কামরাটা ঠিক আমাদের কামরার সামনা-সামনি পড়িয়াছে, তাহারি মধ্যে একটি চশ্মা-পরা হাল্ফ্যাসানের তরুণী জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

হঠাৎ সেই দিক্ পানে একবার মাত্র চাহিয়াই ভদ্রলোক সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গের চামড়ার ব্যাগ্টা হাতে তুলিয়া লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন—

"-ইন্দ্রহীনটা যে রিয়েলিষ্টি নয় তার প্রমাণ ত হয়েই গেল—

fearl হ-দাহ' বইটা যে রিয়েলিষ্টি নয়—তা কে বল্তে পারে ?

ছা নমস্কার মশাই !"

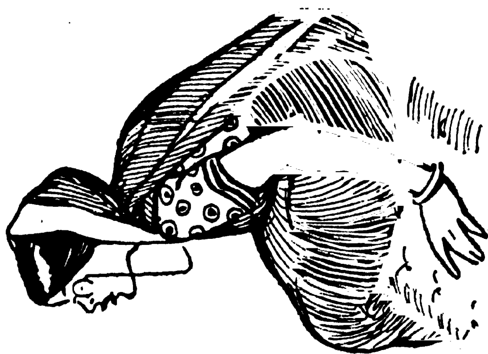
—ভয়ে প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম—"রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে

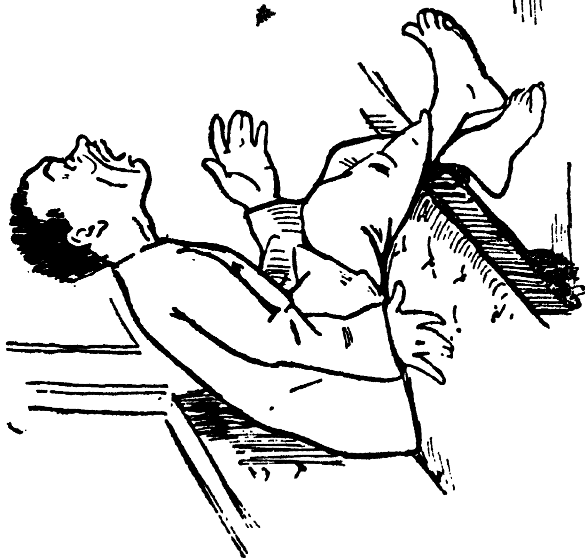
ম আপনার দেশে যেতে হয় না ?—এ যে বর্দ্ধমান মশাই !"

আঙ্গুল দিয়া সুমুখের সেই তরুণীটিকে দেখাইয়া দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"গৃহদাহের অচলাকে একবার ঝালিয়ে দেখ্তে দোষ কি—! বাড়ী ত আর পালাচ্ছে না—যে দিন হোক্ গেলেই হোলো।"

দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া ভদ্রলোক হন্তদন্ত ভাবে টিকিট্ ঘরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরক্ষণেই টিকিট্ কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তরুণীটি যে গাড়ীটিতে বসিয়াছিলেন, তাহারি মধ্যে গিয়া ঠেলিয়া উঠিলেন।

চরিত্রহীন





আমি আর উঠিলাম না ;—ছোকরাটী কিন্তু নামিয়া পড়িয়াছিল—তার কৌতূহলের অন্ত নাই।

আমাদের ট্রেণ্‌টা যখন অল্প অল্প নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—তখন হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া গাড়ীর হাতল্‌টা ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছোকরাটি বলিল—"অদ্ভুত লোক মশাই!"

বল্লাম—"কি কর্‌ছে দেখ্‌লেন্?"

একটা সিগারেট্ ধরাইতে ধরাইতে ছোক্‌রাটি বলিল—"তরুণীটির সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলেছেন্—দেখে এলুম্।"

ট্রেণ্ হুস্ হুস্ শব্দে চলিতে লাগিল।



সঙ্গীত-সম্মিলনীর সেক্রেটারি অতুল গাঙ্গুলী সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রায়সাহেব না কি একটা খেতাব্ পেয়েছেন্, তদুপলক্ষে গার্ডেন্-পার্টির বন্দোবস্ত হয়েছে ; খড়দার কাছাকাছি গঙ্গার ধারে গাঙ্গুলী-মশায়ের পিসতুত-শালার মামা-শ্বশুর না কার বাগান আছে, গার্ডেন্-পার্টিটা সেইখানেই হবে। সঙ্গীত-সম্মিলনীর কাক্‌টা-চিল্‌টা পর্য্যস্ত নিমন্ত্রিত হয়েছে—ঢালাও ব্যাপার। রবিবার ;—কলেজ এবং অফিস্ দুই-ই বন্ধ, সুতরাং ছেলে বুড়ো কারো অসুবিধে নেই। অতুলবাবুর ঘরের

মোটর ছাড়া আরও চারখানা ট্যাক্সি ভোর থেকে সম্মিলনীর দরজার সাম্নে মোতায়েম্। ট্রেনে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তাহ'লে রায়সাহেব খেতাব্‌টার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই থাকে না। মৃদঙ্গ, তানপুরা, হারমোনিয়ম, তব্‌লা, পাখোয়াজ প্রভৃতি একটা ট্যাক্সিতে চড়ানো হয়েছে। বঙ্কা একহাতে আটার ঠোঙ্গা এবং আর এক হাতে পাখোয়াজ-বাঁধা হাতুড়ি নিয়ে প্রস্তুত। সত্যেন তাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছে—খড়দায় নাকি আটা পাওয়া যায় না, সুতরাং নগদ আড়াই পয়সা খরচ করে মোড়ের মাথার খোট্টার দোকান্ থেকে একঠোঙ্গা কলে-ভাঙ্গা আটা সংগ্রহ করে এনেছে—পাখোয়াজে চড়াতে হবে ত!

বীরু-ওস্তাদ সম্মিলনীর বেতন্‌ভোগী সঙ্গীতাধ্যাপক। ইনি দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে-ইস্তক্ মাথায় পাগড়ী বাঁধতে সুরু করেছেন্,—সে এক বিষম উপদ্রব। বাঙ্গালীর মাথা, বাগ্ মান্‌বে কেন?—খুলে খুলে পড়ে, তবু অধ্যবসায়ের অন্ত নেই। গমক্-গিট্‌কারি-সাধা অধ্যবসায়—চাড্ডিখানি ব্যাপার ত আর নয়! এর উপর সঙ্গীত-বারিধির 'সঙ্গীত-জগতে পাগড়ীর স্থান' শীর্ষক লেটেষ্ট্ গবেষণা হাল্-ফিল্ সেদিন কাগজে বেরিয়েছে; সুতরাং মাথার আপত্তি শোনে কে? সঙ্গীত-বারিধি তাঁর গবেষণায় যা বল্‌তে চেয়েছেন্ তার সার মর্ম্মটা এই যে, উদারা এবং মুদারা পর্য্যন্ত বিনা পাগড়ীতে চলতে পারে; কিন্তু তারার পঞ্চম অবধি ঠেল্ মারতে হলে পাগড়ী চাই-ই চাই; কেন না

উক্ত গ্রামের উক্ত পর্দ্দায় পৌঁছবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মরন্ধ্র নামক স্থান বিশেষটি ছেঁদা হয়ে সুরব্রহ্ম বেরিয়ে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, এবং যাতে উক্ত ব্যাপারটি সঙ্ঘটিত না হতে পারে তারি জন্যই নাকি ওস্তাদজীদের পাগড়ী বাঁধার প্রথা ঋষিরা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেছেন্। যে কারণে তেজালো হাউই বা বোমার গায়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে পাট্ জড়ানো থাকে, ঠিক সেই কারণেই তেজালো ওস্তাদ্দের মাথায় পুরু ক'রে পাগড়ী জড়ানোর ব্যবস্থা। কেন না, উভয় ক্ষেত্রেই ফাট্‌বার ভয় সমভাবে বর্ত্তমান।

সত্যেন পাশার ছক্ আর ঘুঁটিগুলো পকেটে পুরে নিয়েছে। আতা-দা, বেঁটে-কানাই, সাহিত্যিক-নীরেন, লম্বা-জিতেন প্রভৃতি ব্যস্ত সমস্তভাবে ছুটোছুটি কর্‌ছে, পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত, তবে সান্ত্বনা এই, যে সুরব্রহ্ম-দৈত্যের উৎপাত থেকে আজকের দিনটা অন্ততঃ রেহাই পাবে।

পাখোয়াজী গোসাঁই পাশেই মিত্তিরদের দরোয়ানের ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেঁধিয়েছেন্, এখনও বেরোবার নামটি নেই।

সবই প্রস্তুত; কেবল সঙ্গীত-বারিধির দেখা নেই। আতা-দা ছট্‌ফট্ করছে আর বিড়্ বিড়্ করে বকৃছে—"এখনো এলোনা, লোকটার আক্কেলকে বলিহারি, একটা যদি কথার ঠিক আছে!"

এমন সময় দূরে গলির মোড় বরাবর একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখা গেল।

প্রায় একসঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"বারিধি!"—লোকটির চেহারা এবং পোষাক দুই-ই অপূর্ব্ব। গায়ের রং এত কালো যে মাথায় যে ক'গাছি পাকা চুল আছে তাই ঠাওর হয় মাত্র, বাদবাকি গায়ের এবং মুখের রঙের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। গায়ে বুটিদার আদ্দির পাঞ্জাবী, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল, 'তলায় গোলাপী রঙের সিল্কের গেঞ্জী—পাত্‌লা আদ্দি ফুঁড়ে আভা মারছে। পরনে চওড়া-পাড় শাড়ী। ওটা নাকি সাবেকি বনেদি ফ্যাশান্। হাতে একটি রূপো-বাঁধানো মোটা লাঠি—তার মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়ানো। পায়ে ভেলভেটের জুতো, তার উপর সিল্কের নক্সা।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ হবে। এককালে ইনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। মধ্যে থিওসফি নিয়ে ভয়ানক মেতে উঠেছিলেন, স্ত্রীকে যখন তখন আশ্বাস দিতেন্—কিছুদিনের মধ্যেই চোখের সাম্‌নে ভূত দেখাবেন্। গিন্নী মুচ্‌কি হেসে বলতেন্,—"বাবা ত সে সাধ অনেক আগেই মিটিয়ে গেছেন্, আর কেন?" সম্প্রতি কয়েক বৎসর থেকে সঙ্গীতশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেছেন।

বারিধি নিকটবর্ত্তী হতেই আতা-দা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"আর দেরী নয়, যে যেটাতে পার উঠে পড়।" বেঁটে-কানাই হাঁক্ দিয়ে উঠ্‌লো—"গোসাঁই!" মিত্তিরদের দরোয়ানের ঘর থেকে বাতাসে ভেসে উত্তর এলো—"যাচ্ছি, এক্‌মিনিট্।" গোসাঁইয়ের সাড়া পাওয়া মাত্র আতা-দা বলে উঠ্‌লো—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে

থাক্‌বেন না, ঝপ্‌ ঝপ্‌ উঠে পড়ুন্, বেলা অনেক হয়ে গেছে।" বারিধি পকেট থেকে সবুজ সিল্কের রুমালখানা বের করে ফেলে



বারিধি ও আভা-দা

ঘাম্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—"একটু জিরুতে দাও আগে ভাই!" তারপর সত্যেনের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কাতর-কণ্ঠে বল্লে

—"একটা লেমনেড্—নিদেন পক্ষে একভাঁড় সরবৎ যদি খাওয়াতে পার ভাই, ওঃ, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।"

আতা-দা বিরক্তভাবে ব'লে উঠ্লো—"কি রাজকার্য্যটা করে এলেন্ শুনি ? আপনার জন্যে পাক্কা একটি ঘণ্টা খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্তে হয়েছে, সে হুঁস্ আছে ?"

বারিধি বাধা দিয়ে বল্লে—"বোম্বায়ের বিষ্ণুদিগম্বর কল্‌কাতায় এসেছে, খবর রাখেন ?"

আতা-দা বল্লে—"আপনার চেয়ে আগে বোধ হয়।"

বারিধি চেঁচিয়ে উঠ্লো—"শুধু ঐটুকু খবর রাখলেই হয় না মশাই ; তাকে সম্মিলনীতে এনে একদিন গান গাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন্, বলতে পারেন ?—শুধু গান শেখালেই ছাত্র তৈরী হয় না, মাঝে মাঝে দু-চারখানা ঘরোয়ানা চিজ্ শোনানো চাই—নইলে কান তৈরী হবে কি ক'রে !"

বেঁটে কানাই ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—"তা'হলে একটা হেস্তনেস্ত করে ফিরেছেন্ বলুন্ ?"

সত্যেন ইতিমধ্যে একভাঁড় সরবৎ নিয়ে হাজির ; বারিধি এক চুমুক দিয়ে বল্লে—"আরে ভায়া, ভোর থেকে সেই ধান্ধাতেই ত ঘুরছি, দেরী কি সাধে হোলো !"

আতা-দা বলে উঠ্লো—"বেশ করেছেন্, এখন দয়া ক'রে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ুন্ দেখি—বেলা অনেক হয়ে গেছে।"

বারিধি কাতরকণ্ঠে বল্লে—"একটু দম্ নিতে দাও দাদা !"

বেঁটে-কানাই তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ দুটি পিট্ পিট্ ক'রে বল্লে—"তা হলে বিষ্ণুদিগম্বরের গান একদিন সম্মিলনীতে দিচ্ছেন, বলুন !"

বারিধি চেঁচিয়ে উঠলো—"নিশ্চয়ই !" তার পর গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নামিয়ে নিয়ে বল্লে—"সহজে কি আসতে চায় রে ভাই, জানত ১০০৲ টাকার কম্ কোথাও হা করে না।"

বেঁটে-কানাই বল্লে—"আমাদেরও একশ-টাকা দিতে হবে নাকি, মশাই ?"

একটা গর্ব্বের হাসি হেসে বারিধি বল্লে—"পাগল নাকি ? গাড়ীভাড়াটি পর্য্যন্ত লাগবে না !"

সত্যেন বল্লে—"কি করে জপালেন, মশাই ?"

বেঁটে-কানাই বল্লে—"বাছাধনকে তর্কে জব্দ করে দিয়েছেন বুঝি ?"

এক গাল হেসে বারিধি বল্লে—"জব্দ বলে জব্দ— একবারে 'খ' ! একটি মাত্র প্রশ্ন—বাস্ একবারে ঠাণ্ডা !"

অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"কি প্রশ্নটা করলেন ?"

উৎসাহিত হয়ে উঠে বারিধি বলতে লাগলো—"জিজ্ঞেস করলুম—'ওস্তাদজি, এতদিন ধরে ত সঙ্গীতচর্চ্চা করলেন, নামডাকও ত যথেষ্ট হয়েছে, বল্‌তে পারেন 'সা'র সঙ্গে সুষুম্না নাড়ীর কি সম্পর্ক ?' বাছাধন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বসে

কি ভাবলে, তার পর বল্লে 'আমি বলতে পারবো না, লেকেন্ আপনি বলতে পারেন বাবু?' আমি তখন পুরো একঘন্টাব্যাপী এক বক্তৃতা দিলুম,—শেষ অবধি শুনে বল্লে, 'বাবুসা'ব, আমি তোমার গোলাম হয়ে রইলুম।"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফস্ করে পকেট থেকে আনন্দবাজার না কি একখানা দৈনিক পত্র বা'র করে ফেলে বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"আজকের খবরের কাগজে কি লিখছে মন দিয়ে শুনুন্, বারিধি-দা!" তারপর সে চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলে—'বম্বের বিখ্যাত গায়ক সঙ্গীতনায়ক পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর গতকল্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কথা ছিল তিনি 'ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট হলে' একদিন সঙ্গীতালাপ করিবেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহাকে উপস্থিত সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে।'

এই অবধি শুনেই বারিধি হঠাৎ চেঁচামেঁচি করতে সুরু করে দিলে—"আর দেরী করা ঠিক নয়, সেক্রেটরী সেখানে হা করে বসে আছেন। গোসাঁই গেল কোথায়? তার এক মিনিট বুঝি এখনও কাটে নি?" এই বলেই হঠাৎ বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলো—"গোসাঁইজি, আসতে হয় আসুন, না হয় আমরা চল্লুম!"

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল পাক্কা ছ' ফিট্ লম্বা বাঁকারির মত পাত্লা লিক্লিকে একটি লোক তীব্রগন্ধী একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিত্তিরদের দরোয়ানের ঘর থেকে ছুটে

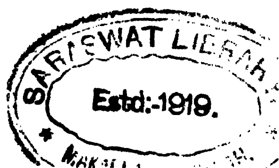
বেরিয়ে আসছে। আতা-দা বল্লে—“তবে আর দেরি কেন, উঠে পড় সব!” হঠাৎ সত্যেন বলে উঠলো—“নীরেনকে দেখছি না যে বড়, সে আবার গেল কোথায়?”

আতা-দা বলে উঠলো—“তাইতো! কিছুক্ষণ আগেও ত সে ঐ রকটার ওপর বসে বসে কবিতা লিখছিল—হঠাৎ গেল কোথায়? আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল যা হোক্!” তারপর সত্যেনকে বল্লে—“ছুট্টে একবার গলির মোড় পর্য্যন্ত দেখে আয় ত!”

সত্যেন ছুট্‌লো, তার পিছু-পিছু বেঁটে-কানাই। বঙ্কাও স্থির থাকতে পারলে না, সেও গুটি গুটি অগ্রসর হতে লাগলো।

গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়ে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সত্যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—“ওই ওখানে!” সকলে চেয়ে দেখে, অদূরে একটা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নীরেন নিবিষ্টচিত্তে পকেট-বুকে কি লিখছে। তিনজনে কাছাকাছি গিয়ে দেখে একটা উড়েনী অনর্গল ব'কে যাচ্ছে, আর নীরেন পকেট-বুকে নোট্‌-টুকে নিচ্ছে। তার মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলগুলো তার বুকের ভিতরকার একরাশ জমানো বিদ্রোহের মতই বাতাসে এলোমেলো ভাবে উড়ছে, ভ্রূ-কুঞ্চিত, কপালে চিন্তার রেখা—মুখে চোখে একটা দারুণ কৌতূহল।

সত্যেন পিছন থেকে এসে একটা ঝাঁকুনি মেরে বলে উঠলো—“কি হচ্ছে এখানে?”



হঠাৎ চম্‌কে পিছন দিকে ফিরে নীরেন বল্লে—"আর এক মিনিট্‌!" তারপর উড়েনীর দিকে চেয়ে বল্লে—"তারপর ?"

বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"তারপর যা হোলো আমি বলে দোবো'খন, এখন পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে লক্ষী ছেলেটির মত চল দেখি—ওদিকে হা করে সব বসে রয়েছে, সে হুঁস্‌ আছে ?"

অগত্যা খাতা-পেন্সিল পকেটে পূরে নীরেনকে ফিরতে হোলো। যাবার সময় উড়েনীর হাতে একটি আধুলি গুঁজে দিয়ে বলে গেল—"বাদবাকিটা কাল এসে শুনে যাবো; সেই-সঙ্গে আর আট আনা পয়সাও চুকিয়ে দিয়ে যাবো'খন।"

পথে চল্‌তে চল্‌তে নীরেন আপন মনে বিড়-বিড় করে বকে যাচ্ছিল—"ওঃ উড়েনীর জীবনটা কি ইণ্টারেষ্টিং।"

যক্কা বিবেকানন্দ-সোসাইটির মেম্বর, সে লাফিয়ে উঠলো—"তোর সঙ্গে এবার থেকে মেশা বন্ধ করতে হবে দেখছি—যত সব উড়েনীর সঙ্গে—"

নীরেন অত্যাধুনিক-সাহিত্যিক, বস্তি-সাহিত্যে তার যথেষ্ট নামডাক হয়েছে—সে ছাড়বে কেন ?—বল্লে—"তোর বিবেকানন্দের চেয়ে আমার উড়েনীর জীবন ঢের বেশী

নীরেন এসে হাজির হতেই আতা-দা একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। বারিধি হন্তদন্তভাবে আতা-দা যে ট্যাক্সিতে উঠেছিল সেইটাতে উঠে পড়েই পকেট থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বা'র করে ফেলে চক্ষু কপালে তুলে বলে উঠলো—"সর্ব্বনাশ !"

আতা-দা বল্লে—"কি হোলো আবার?" অত্যন্ত বিরক্ত-ভাবে মুখখানাকে বাংলা পাঁচের মত করে তুলে বারিধি বল্লে—"হোলো আমার মাথা আর মুণ্ডু!—উদারাগ্রামের সম্বন্ধে যে গবেষণাটা কাল রাত্রে লিখেছি, সেটা তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি, দেখছি।"



নীরেন

আতা-দা বল্লে—"ও বাণ্ডিলটা কি তবে?" মুখখানাকে ফেঁচ্‌কে বারিধি বল্লে—"ওটা তারাগ্রামের ওপর ছোট একটা প্রবন্ধ, পুরো চল্লিশ পৃষ্ঠাও নয়।"

লম্বা-জিতেন বল্লে—"ঐ তারাগ্রামের ঠেলাতেই চক্ষে তারা দেখতে হবে মশাই, ওর ওপর আবার উদারা! সেরেছিলেন আর কি! ভাগ্যিস্ ফেলে এসেছেন।"

বারিধি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লে—"পঁচাশি পৃষ্ঠা গবেষণা হে, অনেক কিছু শেখবার ছিল—"

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে।

বেলা ১২টা আন্দাজ। পাঁচখানি মোটর বাগানবাড়ীর দেউড়ি পার হয়ে গাড়ী-বারান্দার তলায় গিয়ে লাগলো। প্রকাণ্ড পুরোনো বাগান। বাগান-বাড়ীখানাও প্রকাণ্ড, সাবেকি ফ্যাশানের। একতালা, কিন্তু উঁচুতে দোতালারও ওপর। পাক্কা আট ফিট্ ফ্লোরের ওপর ইমারত। ফ্লোরের তলাটা ফাঁপা। তার মধ্যে বাঘ-ভালুক অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। ফ্লোরের তিনদিক বুজোনো, কেবল দক্ষিণদিক খোলা। বাগানের ঐ দিকটা বনজঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছে, সুতরাং সে দিকটায় বড় একটা কেউ যাওয়া আসা করে না।

অতুলবাবু বাড়ী থেকে চাকরবাকর নিয়ে গেছলেন, সুতরাং যত্নের ত্রুটি হোলো না। ইতিপূর্ব্বেই ভদ্রলোক শ-খানেক ডাব পাড়িয়ে রেখেছিলেন। গ্রীষ্মকাল,—কুপিত-সুরব্রহ্মকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে ত!

পৌঁছেই সবাই ডাব খেতে বসে গেল,—মায় ওস্তাদ্‌জী পর্য্যন্ত; যদিও সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডাটা গলার পক্ষে একেবারেই মারাত্মক। বক্কা কেবল গলা শুকিয়ে

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। লম্বা-জিতেন ব'লে উঠলো—"বঙ্কা, তুই বরং কিছু শুক্‌নো আটা খেয়ে ফেল্—বুঝ্‌লি!—গলা একবারে খন্‌খনে হয়ে উঠবে।" বঙ্কা কোন উত্তর দিলে না, গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

খাওয়া চুকতে বেলা প্রায় দুটো বেজে গেল। ভূরি ভোজন—কালিয়া, পোলাও, ডিমের বড়া, মুড়িঘণ্ট, বেগুনী, ফুলুরী পাঁপর-ভাজা, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, পান্তুয়া, দরবেশ—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

খেয়ে উঠে হল-ঘরটায় সব জটলা বেঁধেছে। বঙ্কা বল্লে—"ওস্তাদজি, তা হলে তানপুরো বাঁধি?"

ওস্তাদজীর অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছিল, উপরো-উপরি সাড়ে-তিনখানি ঢেঁকুর তুলে বল্লেন—"একটু জিরিয়ে নাও, ভরাপেটে চেঁচানোটা—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বারিধি বলে উঠলো—"উদারাগ্রামে গাইতে পারো, কোন ক্ষতি হবে না। ভরাপেটে চেঁচালে উদুরি কিম্বা উদরাময় রোগ হবার সম্ভাবনা; কিন্তু উদারাগ্রামে গাইলে সে ভয় থাকে না,—প্রবন্ধটা যে ফেলে এলুম, তাতে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে গবেষণা করা হয়েছে। উদরাময় এবং উদুরি রোগের বীজাণু-নাশক উপাদান উদারাগ্রামে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান, সুতরাং—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই লম্বা-জিতেন বলে উঠলো—"খবরদার! এখন চেঁচামেচি চলবে না, একটু আরাম করে ঘুমুতে দিন্!"

বারিধি বল্লে—"তার চেয়ে তারাগ্রাম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটা লিখে এনেছি সেইটে পড়ি, তোমরা ধীরে-সুস্থে শোন।"

বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"পড়তে পারেন, কিন্তু মনে মনে। নিদ্রার ব্যাঘাত হলেই খুনোখুনি হবে কিন্তু।"

এমনি ভাবে তৃতীয় প্রহর ত কাটলো। না হোলো বঙ্কার গান গাওয়া, না হোলো বারিধির প্রবন্ধপাঠ। লম্বা-জিতেন বেঁটে-কানাই, সত্যেন প্রভৃতি চ্যাংড়ার দল আজ একবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেউ হা করলেই তার কণ্ঠনালীর মধ্যে তানপুরার বাঁটটা প্রবেশ করান হবে এবং তার পর যদি ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে হয় তার জন্যে তারা প্রস্তুত। এর পর আর কে হা করতে সাহস করবে? সুতরাং সময়টা নেহাৎই নিরামিষ ভাবে কাটলো।

বৈকালে চা-পান প্রভৃতির হাঙ্গামা। ওরি মধ্যে বঙ্কা একবার তানপুরো নিয়ে বস্‌বে বস্‌বে করছিল, লম্বা-জিতেনকে দেখে সাহসে কুলোলো না। সন্ধ্যার দিকটায় ওস্তাদজী নিজেই তোড়জোড় করে বসলেন। গোসাঁই পাখোয়াজটাকে কোলে তুলে নিয়ে একবারে তৈরী;—হাঁ করলেই চাপড়াতে সুরু করে দেন। ওস্তাদজী কানে হাত দিয়ে সবেমাত্র হা করেছেন, সত্যেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে উঠলো—"গাইবার সময় কানে হাত চাপা দেন কেন, ওস্তাদ্‌জি?"

বারিধি কি একটা শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিল, বেঁটে-কানাই তার আগেই বলে উঠলো—"বলিহারি, ওস্তাদজি!—

একটি কান তানপুরার বাঁট দিয়ে ঢেকে রেখেছেন—অপর কানটিতে দিব্যি করে হাতচাপা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজের দুটি কানই নিরাপদ, এখন যত ইচ্ছে কালোয়াতি ছাড়তে থাকুন,—মরে মরুক শ্রোতারা!—আছেন বেশ মশাই!"



"ওস্তাদজী কানে হাত দিয়ে সবেমাত্র হা করেছেন—"

ওস্তাদজী হেসে ফেল্লেন; বারিধি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসল। বঙ্কা খিঁচিয়ে উঠলো—"ভারি রসিকতা হোলো, দাঁত বার করে ফেল্লে একবারে! আপনি স্থরু করে দিন্ ওস্তাদ্জী! হাস্‌লে চলবে না গোসাঁইজি, মন দিয়ে বাজান্!"

গোসাঁই পাখোয়াজে সবে একটিমাত্র চাঁটি মেরেছে—বেঁটে-কানাই আরম্ভ করলে—"আচ্ছা গোসাঁই, কে সেদিন বলছিল আপনাকে জোয়ান বয়সে নাকি একবারে কার্ত্তিকের মত দেখতে ছিল!"

"ছিলই ত"—ব'লেই গোসাঁই একবারে খাড়া হয়ে বসলো। বঙ্কা চেঁচিয়ে উঠলো—"ওর কথা শুনবেন না গোসাঁইজি, আপনি এদিকে মন দিন!"

কার কথা কে শোনে?—গোসাঁই আরম্ভ করে দিলে—"জোয়ান বয়সে এইসা চেহারা ছেলো, জানলে—পাড়ার..."

সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, নীরেন তার পকেটবুক আর পেন্সিলটা বাগিয়ে নিয়ে বসে বল্লে—"কেউ আপনার সঙ্গে ভালবাসায় পড়েনি?"

ওস্তাদ্জী খিঁচিয়ে উঠলেন—"বাজাবে—না বাজে গল্প করবে?"

বিরক্ত হয়ে গোসাঁই বল্লে—"আপনারা গেয়ে যান্ না, মাঝ-পথে ঠিক ধরে নোবো'খন্।

বেঁটে-কানাই বল্লে—"আপনার অমন চেহারা ছিল, কোথায় বাঁশী শিখ্‌বেন, তা নয় কিনা—"

বাধা দিয়ে গোসাঁই বলে উঠলো—"বাজাতে পারলে ঐ পাখোয়াজেতেই রক্ষে নেই! বিষ্টুপুরে যখন ছিলুম, তখন এই পাখোয়াজ বাজিয়েই কি না করেছি!"

নীরেন উন্মুখ হয়ে বল্লে—"কি রকম?"

গোঁসাই বল্‌লে—"কি রকম কি আবার!—সর্ব্বত্র জয়ী।"

বঙ্কা চেঁচিয়ে উঠলো—"আপনি বাজাবেন কিনা বলুন! না বাজান্ ত সাফ বলে দিন, বাড়ী চলে যাই—এখানে ইয়ারকি মারতে আসিনি!"

সত্যেন বল্লে—"গার্ডেন্-পার্টিতে লোকে ইয়ারকি মারতেই এসে থাকে, মহানির্ব্বাণ লাভ করতে কেউ আসে না—বুঝলে!"

ওস্তাদজীর গান গাইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না! সকাল বেলাকার গুরু আহার এখন পর্য্যন্ত কুঁচকি-কণ্ঠা হয়ে আছে। বল্লেন—"আজ তবে না হয় গানবাজনা বন্ধই দেওয়া যাক্!"

বারিধি লাফিয়ে উঠলো—"সেই ভালো, আমার প্রবন্ধটা বরং শুনুন"—বলেই পকেট থেকে কাগজের বাণ্ডিলটা বার করবার উপক্রম করতেই বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"ও সব বাজে জিনিষ শুনতে চাই না,—গোসাঁইয়ের প্রেম-কাহিনী শুনতে দিন্।"

গোসাঁই গোঁফজোড়া চুমরে বার-চারেক গলা খাঁকারি দিয়ে আরম্ভ করবে-করবে করছে—এমন সময় জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একবার চেয়েই সেক্রেটরি বলে উঠলেন—"জানলাগুলো কেউ উঠে বন্ধ করে দাও দেখি, ঝড় উঠলো বোলে,—আকাশের অবস্থা দেখেছ?"

লম্বা-জিতেন বল্লে—"তাইতো—এ যে একবারে প্রলয় ব্যাপার! ওঃ কি বিদ্যুৎটাই চম্‌কাচ্ছে!"

নীরেন জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গলা কাঁপিয়ে আরম্ভ

করে দিলে—"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে—" সে আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কড়্ কড় কড়্ কড়্ শব্দে একটা বাজ পড়ল। নীরেন পত্রপাঠ পুচ্ছ গুটিয়ে আস্তে আস্তে সত্যেনের গা ঘেঁসে এসে বসল। লম্বা-জিতেন বল্লে—"কৈ নাচ্‌লিনি?"—নীরেন নীরব।

ওস্তাদ্‌জী বল্লে—"রাম রাম!"

গোসাঁই বল্লে—"ওঃ কি আওয়াজ রে বাবা! ঢের ঢের বাজপড়া শুনেছি, কিন্তু জন্মে কখন—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বেঁটে-কানাই বল্লে—"এই সময় ভূতের গল্প জমবে ভালো! গোসাঁই, প্রেমের গল্প মুলতুবি রেখে জবরগোছের একখানি ভূতের গল্প ছাড় দেখি।"

সেক্রেটরি চেঁচিয়ে উঠলেন—"গল্প পালাচ্ছে না! কেউ উঠে আগে জানলাগুলো বন্ধ করে দাও, এখুনি আলো নিবে যাবে।"

সত্যেন আর লম্বা-জিতেন জানলা বন্ধ করতে উঠে গেল। বাইরে তখন প্রলয়কাণ্ড চলেছে। চারিদিক একবারে কালোয় কালো; একহাত তফাতের জিনিষ ঠাওর হয় না এমনি ঠাস্-অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, আর সেই চকিতালোকে দেখা যাচ্ছে, দূরের নারকেল গাছগুলো ঝড়ের বেগে একবারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

টেবিলের উপরকার উঁচু কেরোসিন ল্যাম্প্‌টার পল্‌তে বাড়িয়ে দিতে দিতে বেঁটে-কানাই বল্লে—"ভূতের গল্প বলুন্ গোসাঁইজি!"

বারিধি বলে উঠলো—"ভূতের গল্প ত শুনবে, ভূত চোখে দেখেছ কেউ বলতে পার ?"

গোসাঁই ফোঁস্ করে উঠলো—"আলবাত্ দেখেছি—দেখিনিত কি! আমার ঠাকুরদাদার দাদামশাই গঙ্গাচরণ শিরোমণি এইসা গুণী ছিলেন, যে সখ করে বাড়ীতে ভূত পুষতেন—ইয়ারকি নয়! ভূতে তাঁর পা টিপে দিত—" এই অবধি বলেই গোসাঁই তিনবার কপালে হাত ঠেকালে।

বারিধি খিঁচিয়ে উঠলো—"ও সব গাঁজাখুরি গল্প ছেড়ে দিন্, নিজে কখন চোখে দেখেছেন বলতে পারেন ?"

গোসাঁই এবার একবারে ছিট্‌কে উঠলো—"দেখিনি ত কি? কতবড় বংশের ছেলে আমরা জানেন ? আমার ঠাকুরদাদার দাদামশাই এমনি গুণী ব্যক্তি ছিলেন, যে শেষ বয়সে একটা পেত্নী পুষেছিলেন—ব্যাপার বুঝুন্ !"

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো।

বারিধি বিরক্ত হয়ে বল্লে—"চুলোয় যাক্ তোমার ঠাকুরদাদার দাদামশাই, তুমি নিজে কখন ভূত দেখেছ বল্‌তে পার ?"

গোসাঁই কি বল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে লম্বা-জিতেন বলে উঠলো—"আপনি দেখেছেন বলতে পারেন ?"

বারিধি চেঁচিয়ে উঠলো—"আলবাত্ দেখেছি, স্বচক্ষে—সামনা-সামনি।"

লম্বা-জিতেন বল্লে—"আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় ?"

বেঁটে-কানাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—"জিতা রও লম্বা-জিতেন !"

সত্যেন বল্লে—"ও সব নেই-আঁকুড়ে তর্ক ছেড়ে দিয়ে ভূতের গল্প বলুন, গোসাঁইজি !"

বারিধি বল্লে—"ভূত দেখেনি, ভূতের গল্প বলবে কি ক'রে শুনি ?"

গোসাঁইজি চেঁচিয়ে উঠলো—"দেখিনি বল্লেই দেখিনি, ভূতের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে এসেছি মশাই ।"

লম্বা-জিতেন বল্লে—"ঘাড় মট্‌কায় নি ?"

গোসাঁইজি সগর্ব্বে বল্লে—"মট্‌কালেই হোলো কি না ! সরষেপড়ার ভয় নেই ?"

বারিধি চেঁচিয়ে উঠলো—"বাজে বোকো না, গোসাঁই !"

গোসাঁই আরও জোরে চেঁচিয়ে বল্লে—"আসুন না ভূত, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার দেখিয়ে দিই ; তিন-তিনটে ভূতের মোহড়া একা ধরতে পারি, গঙ্গাচরণের বংশধর বাবা—যাঁর ঘামের গন্ধে ভূত পালাতো ।"

লম্বা জিতেন বল্লে—"এখন ঠেলা সামলান্ বারিধি-দা ! আপনি ত একটা ভূতের মোহড়া নিতে পারেন না ; গোসাঁই তিন তিনটের ..."

গোসাঁই মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—"পারিই তো, আমার ঠাকুরদার দাদামশাই গঙ্গাচরণ—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বারিধি দাঁতে দাঁত দিয়ে

চাপা গলায় বলতে লাগলো—"কাছে-পিঠে একটা ভূতের বাড়ীটাড়ি থাকতো ত দেখতুম্ মুরদটা—"

বেঁটে-কানাই বলে উঠলো—"ঝড়টা একটু থেমেছে বোধ হয়, চলুন ভূতের সন্ধানে বেরুনো যাক্।"

লম্বা-জিতেন, বেঁটে-কানাই, সত্যেন, আতা-দা মায় সেক্রেটরি পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলো—"এ মন্দ য়্যাড্‌ভেন্‌চার হবে না, একে অমাবস্থার রাত্তির, তার ওপর ঘনঘটা, এতেও যদি ভূত শালারা না বেরোয় ত বুঝতে হবে তাদের রসজ্ঞান একেবারেই নেই।"

গোসাঁই বল্লে—"ওঁনাদের শালাটালা গুলো বলাটা—"

বারিধি সগর্ব্বে বুক চিতিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো—"বেশ করব বলব, হাজারবার বলব, আলবাত্ বলব,—কেন ও শালাদের খাই না পরি?"

সকলে প্রায় একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলো—"ব্র্যাভো বারিধি-দা, ব্র্যাভো!"

বারিধি দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচাতে লাগলো—"গোসাঁইয়ের মতন স্বধু কেবল মুখে লম্বা-চওড়া নয়, দস্তুরমত কাজে দেখিয়ে দোবো। এক একটি গাঁট্টায় এক একটি ভূত সিধে করে দিতে পারি।"

গোসাঁই ফোঁস্ করে উঠলো—"ভারি গাঁট্টাবাজি দেখাতে এসেছেন, আমি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি তা জানেন?"

সকলে চেঁচিয়ে উঠলো—"ফলেন পরিচীয়তে—চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্ !"

সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা-জিতেন হলঘরের দরজাটা খুলে ফেল্লে। বাইরে তখনও অল্প অল্প ঝোড়ো-হাওয়া বইছে। আকাশ কতক পরিষ্কার হয়েছে বটে কিন্তু এখনও নক্ষত্র দেখা দেয় নি ; যতদূর দৃষ্টি যায়—কেবল জমাট্ অন্ধকার।

লম্বা-জিতেন হলঘরের যে দিককার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকটা হচ্ছে বাগানের পিছন দিক। সংস্কারের অভাবে এ অঞ্চলের পাঁচিলগুলো ভেঙ্গে প'ড়ে বাগান এবং তার পিছনকার পোড়ো জমিটিকে একাকার করে ফেলেছে।

গোসাঁই বল্লে—"আহা, এদিকে কেন ?"

বারিধি টিট্‌কারি মেরে বলে উঠলো—"ভুত খুঁজতে চৌরঙ্গী যেতে হবে নাকি ?"

নীরেনের কবিত্ব চাগিয়ে উঠেছিল, সে কম্পিত-কণ্ঠে বলতে লাগলো—"কি ভীষণ-সুন্দর এই রাত্রিটা !"

বেঁটে-কানাই বল্লে—"বাছারে !"

গোসাঁইয়ের মুখে কথাটি নেই, সে সত্যেন এবং লম্বা-জিতেনের গা ঘেঁসে মুখটি বুজে চলেছে ; কেবল মধ্যে মধ্যে তার কণ্ঠনালী দিয়ে ক্ষীণ একটি আওয়াজ বেরুচ্ছে—"রাম-রাম।"

নীরেনের মুহুর্মুহুঃ ভাব আসছিল, সে বলে উঠলো,—"ওঃ, ভাঙ্গা পাঁচিলগুলোর মধ্যে কি একটা brutality ফুটে উঠ্‌ছে !"

সেক্রেটরি বল্লেন্—"বাড়ীটা অনেক কালের, কত উঁচু ফ্লোর্ দেখেছ?—ফ্লোরের তলাটা আবার ফাঁপা।"

বেঁটে-কানাই বল্লে—"ফ্লোরের তলায় একটু সন্ধান করে দেখলে হয় না?"

সত্যেন বলে উঠলো—"দয়া করে কেউ একটা দেশলাইয়ের



"সকলে যা দেখ্‌লে তা যেমন ভীষণ তেমনি..."

কাঠি খরচ করে ফেলুন না, হয়ত বেশী দূর আর যেতে হবে না, এইখানেই—"

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই লম্বা-জিতেনের দেশলাইটা ফোঁস্ করে উঠলো। সেই চকিত আলোকে সকলে যা দেখ্‌লে তা যেমন ভীষণ তেমনি বিস্ময়কর!—এক আধটি নয়—দশ দশ জোড়া চোখ এক সঙ্গে একই স্থান থেকে দেখ্‌লে—সেই অন্ধকার ফাঁপা ফ্লোরের তলায় শত শত বিকটাকার নরনারী কিল্‌ বিল্‌

করে বেড়াচ্ছে।—তার পরেই সে এক প্রলয়কাণ্ড!—ওস্তাদজী ছুটেছেন সব আগে—তারপর আতা-দা, তার পশ্চাতে লম্বা-জিতেন,—তার কণ্ঠদেশ প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে সাহিত্যিক-নীরেন শিশিবোতল-ওয়ালার ঝুলির মতন পিঠে ঝুলছে। তার পেছনে সেক্রেটরি এবং বক্কা; সব শেষে বেঁটে-কানাই এবং বারিধি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মহাকবি কালিদাসের বাক্য এবং অর্থের মত সম্পৃক্ত অবস্থায় ছুটেছেন। গোসাঁইও ছুটেছিলেন, কিন্তু উল্টো দিকে,—তিনি অতিরিক্ত ভয়ে কোন্‌দিকে যে ছুটেছেন তা স্থির করতে পারেন নি।

ওস্তাদজি সবপ্রথম ঘরে ঢুকেই তানপুরোটিকে জড়িয়ে ধরে গোঁয়াতে সুরু করে দিলেন। লম্বা-জিতেন সতরঞ্চিটার একপ্রান্ত টেনে তুলে তার তলায় সেঁদিয়ে প'ড়ল,—পৃষ্ঠদেশে সাহিত্যিক নীরেন তখনও চালকুমড়োর মতন ঝুলছে। সেক্রেটরি এবং বক্কারও ঐ একই অবস্থা। বারিধি এবং বেঁটে-কানাই 'বাগর্থাবিবসম্পৃক্ত' অবস্থায় জড়াজড়ি করে সেই যে এক কোণে মুখ গুঁজ্‌ড়ে প'ড়ল, তাদের আর নড়ন্‌-চড়ন্‌ নেই।

পরদিন ভোর বেলায় যখন সব চেতনা হোলো তখন দেখা গেল বারিধির বস্ত্রার্দ্ধখানি বেঁটে-কানাইয়ের গলায় কম্ফটরের মতন জড়ানো এবং লম্বা-জিতেনের সতরঞ্চির তলা হ'তে বেরোবার উপায়ই নেই। এবং বক্কা সেক্রেটরির গলা তখনো ছাড়েনি।

প্রথমে কথা কইলে লম্বা-জিতেন। হাজার হোক্—

মেডিকেল্-কলেজের ছাত্র, সাহসটা কিঞ্চিৎ অনন্যসাধারণ-গোচের। ঘরের মধ্যে রোদ্দুর এসে পড়েছে দেখে সে ভরসা করে চোখ চাইলে। প্রথম নয়ন মেলেই দেখে, তার গলা



লম্বা-জিতেন ও নীরেন

জড়িয়ে সাহিত্যিক-নীরেন চালকুমড়োর মত ঝুলছে। তার ভুজলতা থেকে নিজেকে অতি কষ্টে মুক্ত করে লম্বা-জিতেন

আস্তে আস্তে উঠে বসলো—চেয়ে দেখে, অদূরে আতা-দা পিট্ পিট্ করে চাইছে—সবখানি চোখ একসঙ্গে মেলতে সাহস করছে না। লম্বা-জিতেন ক্ষীণ কম্পিত-কণ্ঠে ডাকলে—"আতা-দা!" মানুষের আওয়াজ কানে যেতে আতা-দা কতক সাহস পেয়ে সম্পূর্ণ চোখ মেল্লে,—তার পর ধীরে ধীরে উঠে বসলো। এমনি করে একে একে সকলকে জাগিয়ে দিয়ে লম্বা-জিতেন বল্লে—"ঢের্ হয়েছে, আর না—এইবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত যে যার ঘরে ফিরে যাই চলুন্।"

সেক্রেটরী বলে উঠলেন—"তাই চলো—বাজনা-টাজনা থাক্ পড়ে; পরে নিয়ে গেলেই চলবে'খন্,—মালি ব্যাটারও তো দেখা নেই।"

বারিধি টেবিল-ক্লথ্টা টেনে নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে বল্লে,—"আর এক মিনিট নয়, যে যেমন অবস্থায় আছেন বেরিয়ে পড়ুন্!"—তার স্বর তখনও কাঁপছিল।

সত্যেন পাখোয়াজের খোলের ভেতর থেকে বাঁ-হাতটাকে টেনে বার করতে করতে বল্লে—"আমারও তাই মত।"

কথাটা হাওয়ায় মেশবার পূর্ব্বেই হঠাৎ বাইরে একাধিক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই একদল লোক একজনকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে।

লোকটিকে ঘরের মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে ভিড়টি যখন ফাঁক হয়ে দাঁড়াল তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, সে ব্যক্তি আর কেউ নয়—স্বয়ং গোসাঁইজী। সকলে একবার পরস্পরের মুখের

দিকে তাকালে। এই প্রথম তারা জানতে পারলে, গোসাঁই সারারাত তাদের সঙ্গে ছিল না। তার পর গোসাঁইজীর দিকে চেয়ে সকলে যা দেখলে, তাতে করে ভয়ে এবং দুঃখে তাদের মন ভরে গেল; তারা দেখলে, গোসাঁইয়ের সেই টিকোলো নাকটি কোনও অজানিত কারণে থেব্‌ড়ে থুব্‌ড়ে একবারে ব্যাং-চ্যাপ্‌টা হবার দাখিল হয়ে উঠেছে এবং সেই দশ-দশাগ্রস্ত নাসারন্ধ্র দিয়ে একসঙ্গে সরষের তেল এবং রক্ত গড়াচ্ছে। বেচারা সকলের মুখের পানে একবারমাত্র চেয়েই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। ডজনখানেক পরিচিত মুখচন্দ্র তার শোক-সিন্ধুকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল।

যে লোকগুলি তাকে বয়ে নিয়ে এসেছিল, তাদেরি ভিতরকার একজন সেঁইয়া গোচের ছোক্‌রা ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—"যে করে ভদ্রলোককে বাঁচানো হয়েছে, সে কথা লিখলে একটা গোটা মহাভারত হয়ে যায় মশাই!"

এতক্ষণে সকলের চট্‌কা ভাঙ্গলো। সেক্রেটরী ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন—আপনাদের কি বলে ধন্যবাদ দোবো খুঁজে পাচ্ছি না, কিছু মনে করবেন না—আমরা সম্প্রতি বড়ই......"

কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই মুরুব্বি ছোক্‌রাটি চোখের উপর থেকে ঝাঁকড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে বল্লে—"এত আমাদের কর্ত্তব্য মশাই, এর জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ভবদীয় শ্রীচরণে অপরাধী করবেন না স্যার্‌।"

এই দুঃখের সময়েও বেঁটে-কানাই হাসি চাপতে গিয়ে

বেসামাল হয়ে উঠলো এবং বেগতিক বুঝে হঠাৎ বেদম্ কাসতে স্থরু করে দিলে।

সেক্রেটরীও অতি কষ্টে হাসি সাম্‌লে বল্লেন—"মশাইদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

ছোক্‌রাটি দুটি হাত জোড় করে বলে উঠলো—"বিলক্ষণ—বিলক্ষণ! আমরা হচ্ছি 'বীনাপাণি-অপেরা-ক্লাবে'র মেম্বর, সকলেই এজুকেটেড্, বুঝেছেন কি না—এর ভেতর গোলা লোক একটিও পাবেন না স্থার্!"

সেক্রেটরী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"মহাশয়ের নাম ?"

দলের ভেতর থেকে একটি ছোক্‌রা বলে উঠলো—উঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ বসাক—ওরফে ধীরু-মাষ্টার, আমাদের বীণাপাণি ক্লাবের ফাদার-মাদার!"

সেক্রেটরী বল্লেন—"তা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

সকলে উপবেশন ক'রলে সেক্রেটরী জিজ্ঞাসা করলেন—"একে আপনারা পেলেন কোথায় বলুন ত ?"

"সে অনেক কথা মশাই"—বলে ধীরু-মাষ্টার আরম্ভ করে দিলে—"কাল রাত্তির প্রায় আড়াইটের সময় আমরা ফুল্ রিহার্সল্ দিয়ে যে যার বাড়ী ফিরছি, এমন সময় পথের ধারে অন্ধকারে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলুম। কাছে গিয়ে দেখি—অন্ধকারে একটি লোক পথের এক পাশে খানার ধারে পড়ে গোঁয়াচ্ছে।—সকলে বল্লে—'মাতাল!' আমি বল্লুম্—'উহুঃ, মাতালের গোঁয়ানি ও রকম নয়'—আরে মশাই, আমার

তিন পুরুষ মদ খেয়ে লিভার পচিয়ে ভবলীলা শেষ করলে, আর আমাকে তোরা মাতাল চেনাতে এসেছিস্...”

সেক্রেটরী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—“যাক্, তার পর কি হলো বলুন।”

ধীরু-মাষ্টার আবার আরম্ভ করলে—“তারপর মশাই লোকটিকে কাঁধে করে সেই অর্দ্ধেক রাত্তিরে আবার ক্লাবে ফিরলুম। আলো জ্বেলে দেখি মুখ দিয়ে গাঁজা ভাঙ্গছে—একবারে নিদেন অবস্থা। কেউ বল্লে—‘ভূতে ঘাড় মট্‌কেছে,’ কেউ বল্লে—‘হার্টফেল্ করেছে।’ আমি বল্লুম—‘উহুঁঃ, এ সর্পাঘাত না হয়ে যায় না।’ তখুনি ছুটলুম কালু রোজার বাড়ী। এমন গুণী লোক মশাই ভূভারতে আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। আমাদের পাড়ার কৈলেস নন্দীর মেয়ে সৌরভীকে সাপে কামড়েছিল...”

সেক্রেটরী আবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—“বুঝেছি, তিনি খুব বিচক্ষণ লোক, তারপর কি হোলো বলুন ?”

ধীরু-মাষ্টার কি বল্‌তে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাধা দিয়ে অসম্ভব রকম খোনা এবং চাপা গলায় গোসাঁই বলে উঠলো—“মিছে কথা, আমাকে সাপে কামড়েছিল না আরো কিছু, রোজা ব্যাটা শুধু শুধু আমার নাকটা ভেঙ্গে দিয়েছে, শালার ঘরের শালা কোথাকার।”

সে আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, ধমক্ দিয়ে সেক্রেটরী বলে উঠলেন—“তোমার কথা পরে শোনা যাবে, তুমি এখন যেমন

শুয়ে আছ থাক।” তারপর ধীরু-মাষ্টারের দিকে চেয়ে বল্লেন—“তারপর কি হোলো বলুন !”

ধীরু-মাষ্টার আরম্ভ করলে—“দেখুন্ ত স্থার আক্কেল্টা, আরে মশাই কালু-রোজা না থাকলে এতক্ষণে যে...”

বাধা দিয়ে সেক্রেটরী বলে উঠলেন—“ওর কথা শোনেন কেন মশাই, আপনি এখন বলে যান্ !”

গোসাঁই কোন কথা বল্লে না, কেবল তার থ্যাব্ড়া নাকের অভ্যন্তরে একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা গেল।

ধীরু-মাষ্টার আরম্ভ করলে,—“শেষ রাত্তিরে কালু-রোজা এসে ত ঝাড়ফুঁক্ আরম্ভ করে দিলে। তারপর মন্তর আওড়ানো শেষ করে করলে কি জানেন স্থার—প্রথমেই রুগীর পায়ের গোড়ালিতে একটি গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন, রুগীর কিন্তু নড়ন্-চড়ন্ নেই। কালু-রোজা আমাদের ডেকে দেখালেন, যেখানটায় গাঁট্টা বসিয়েছেন্ সেখানটা একেবারে লাল হয়ে উঠেছে ; বল্লেন্—‘এই যে বদরক্ত দেখ্ছ এইটে বের করে দিতে হবে, নৈলে রুগী বাঁচবে না, এই বদরক্তের সঙ্গে সাপের বিষও বেরিয়ে আসবে।’ এই না বলেই হাঁটুর তলায় আর একটি গাঁট্টা—সেখানটাও দেখ্তে দেখ্তে লাল হয়ে উঠলো, বল্লেন—‘বদরক্ত এই পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ।’ কথাটা শেষ করেই তিনি উরুতে আর একটি গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন ; বল্লে বিশ্বাস করবেন্ না মশাই—দেখ্তে দেখ্তে বদরক্ত উরুতে এসে ঠেল্ মারলে। তারপর এমনি করে উরুত থেকে পিঠ—পিঠ থেকে

গলা। এ পর্য্যন্ত রুগীর কোন সাড়্ ছিল না। কালু রোজা বল্লেন—'বদরক্ত এইবার রগে আন্‌ছি দেখ'—বলেই রগে একটি গাঁট্টা। মশাই বলতে গা শিউরে ওঠে, রগটা একবারে লাল হয়ে উঠ্‌লো—আর রুগীও সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন নড়ে চড়ে উঠলো। তারপর যা হোলো মশাই, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না!—কালু-রোজা বল্লেন—'এইবার বদরক্ত রগ থেকে নামিয়ে এনে নাক দিয়ে বের করে দিতে পারলেই রুগী বেঁচে যাবে।' এই না বলে মশাই রুগীর নাকের ডগায় সজোরে একটি ঘুসি, আর যায় কোথায়...সেকি রক্ত রে বাবা..."

বেঁটে-কানাই এইবার বেসামাল হয়ে উঠলো। লম্বা-জিতেন বলে উঠলো—"অত কাণ্ড না করে ঘুসিটা গোড়াতেই নাকের ওপর বসিয়ে দিতে বল্লেন্ না কেন?—বদরক্ত এক মিনিটে বেরিয়ে যেতো।"

'বীণাপাণি-অপেরা-ক্লাবে'র মেম্বররা এবার চেঁচামেচি ক'রতে স্বরু করে দিলে—"বলেন্ কি স্যার্, পা থেকে বিষাক্ত রক্ত রগে নিয়ে গিয়ে তবে ত নাক দিয়ে বার করতে হবে, কামড়েছে যে পায়ে—সে খোঁজ আছে মশাই!"

অতি কষ্টে উভয় পক্ষকে থামিয়ে দিয়ে সেক্রেটরী বলে উঠলেন—"আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা যা কিছু করেছেন ভালো ভেবেই করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে।—ভদ্রলোককে সাপে কামড়ায় নি—উনি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলেন, আর কিছুই নয়।"

পূর্ব্ববৎ খোনা গলায় গোসাঁই চেঁচিয়ে উঠলো—"আজ্ঞে তা নয় মশাই, দস্তুরমত ভূতের সঙ্গে লড়াই করে তবে শুয়েছি—আপনাদের মতন ভয়ে পালিয়ে আসিনি।"

সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বারিধি খিঁচিয়ে উঠলো—"আমাদের ত তবু ভূত দেখবার পরও জ্ঞান ছিল, তাই অত রাত্রেও নিজেদের আস্তানা চিনে ফিরে আসতে পেরেছিলুম—তুমি যে ভায়া ভয় পেয়ে একবারে দিক স্থির করতে না পেরে খানায় ডোবায় গিয়ে পড়েছিলে—মহাযোগিনী তন্ত্রে এই অবস্থাকে কি বলে জান?"

গোসাঁই খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—"ভূত দেখে পালিয়েছিলেন—বড় বাহাদুরী করেছিলেন। আমার দ্বারা ও কাজটি হবে না বারিধি-দা, হাজার হোক্ গঙ্গাচরণ শিরোমণির বংশধর। ভূতকে পিঠ দেখান, এ আমাদের কুষ্ঠীতে কখন লেখেনি। আপনারা ত পালিয়ে এলেন, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম—মরি মরব, তাই বলে অতবড় গুণী বংশের ছেলে হয়ে..."

বাধা দিয়ে ধীরু-মাষ্টার বলে উঠলো—"আপনারা কি যে বলছেন কিছুই ত বুঝতে পারছি না স্যার!"

লম্বা-জিতেন কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সেক্রেটরী বল্লেন—"সব কথা খুলে বলছি মশাই, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

ধীরু মাষ্টার বল্লে—"আজ্ঞে করুন!"

সেক্রেটরী বল্লেন—"আচ্ছা বলতে পারেন এই বাগান-বাড়ীতে কি ভূতের উপদ্রব আছে ?"

ধীরু-মাষ্টার তার গোল গোল চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলে উঠলো—"বলেন্ কি মশাই, এই বাগানের গায়েই যে আমাদের বাড়ী।"

সেক্রেটরী বল্লেন,—আমরা কিন্তু গত রাত্তিরে স্বচক্ষে ভূত দেখেছি মশাই।"

"এই বাগান-বাড়ীতে ?"

হ্যাঁ,—তাও এক আধটি নয়, একেবারে গাদাখানেক।"

"কোন্‌খানটায় বলুন দেখি ?"

সেক্রটরী বল্লেন—"এই বাড়ীর তলায় যে ফাঁপা ফ্লোর আছে, তারি তলায়।"

ধীরু-মাষ্টার সহসা হো হো করে হেসে উঠলো,—তার পর হাসির বেগটা কিঞ্চিৎ কম্‌লে বল্লে—"আর একবার আর একদল ভদ্রলোক এসে ঠিক এই রকম ভয় পেয়েছিলেন্।"

বিরক্ত হয়ে সেক্রেটরী বলে উঠলেন—"আরে মশাই, আমি একলা দেখলেও বা কথা ছিলো, দশ বারোটা লোক একসঙ্গে দেখলে, আর আপনি কথাটাকে বেমালুম উড়িয়ে দিতে চান্ ?"

ধীরু-মাষ্টার হাসতে হাসতে বল্লে—"দশজন কেন, দশ হাজার লোক এক সঙ্গে থাকলেও ঐ একই ভয় দেখতেন স্যার্ !"

সত্যেন বলে উঠলো—"কি রকম ?"

ধীরু-মাষ্টার বলতে লাগলো—"আমাদের পাড়ায় রাসের সময় সঙ হয় কিনা..."

বাধা দিয়ে লম্বা-জিতেন বলে উঠলো—"তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে মশাই ?"

"অধয্যি হবেন্ না স্যার্ !"—বলে ধীরু মাষ্টার আবার আরম্ভ করলে—"রাসের মেলা ভেঙ্গে গেলে পর সঙের পুতুলগুলো এই বাগানবাড়ীর ফাঁপা ফ্লোরের তলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়—পাছে জল ঝড়ে..."

আর বলতে হোলো না, সেক্রেটরী হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেল্লেন ; সত্যেন লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো ; নীরেন আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়লো।—বেঁটে কানাই কেবল বল্লে—"আমিও ঠিক ঐরকমই একটা কিছু আঁচ করেছিলুম।"

গোসাঁই খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—"জল একটু,—আমার বুকটা বড্ড ধড়্ ফড়্ করছে ; কম্‌সে কম্ আধসের রক্ত দেহ থেকে বের করে নিয়েছে—শালার ঘরের শালা কোথাকার।"



বেলা প্রায় একটা হইবে,—রবিবার,—আফিস বন্ধ। রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ মিত্র আহার সারিয়া তাঁর দ্বিতলের শয়ন কক্ষে শুইয়া একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় হন্তদন্ত ভাবে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া গৃহিণী খবর দিলেন—'ঘোষেদের বাড়ীতে খানাতল্লাস্ হচ্ছে।'

ঘোষেদের বাড়ী আর রায়বাহাদুরের বাড়ী একবারে গায়ে গায়ে,—একবাড়ীর রান্নাঘরের লঙ্কার ঝাঁঝে অন্য বাড়ীর লোক কাসিয়া মরে।

রায়বাহাদুর কাপড়ের কসি আঁটিতে আঁটিতে উঠিয়া বসিলেন এবং চুপ করিয়া মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিয়া লইয়া সহসা অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন—শীগ্গির একটা দেশ্লাই —শীগ্গির—শীগ্গির!

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন, রায়বাহাদুর চাপা ধমকের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাজে কথা শোন্বার সময় নেই—শীগ্গির দেশ্লাই!"

গৃহিণী আদেশ পালন করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, রায়বাহাদুর ডাকিয়া বলিলেন—"আর এক কথা শোনো, গণ্শা আর নেলোকে ঝট্ ক'রে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি।"

গৃহিণী চলিয়া যাইতে যাইতেই বলিলেন—"তারা ত কেউ বাড়ী নেই, ভোরে উঠে পানিহাটি না কোথায় মাছ ধর'তে গেছে—ফির্তে সন্ধ্যে হবে।"

রায়বাহাদুরের মুখ দিয়া শুধু একটি মাত্র কথা বাহির হইল —"অকাল কুষ্মাণ্ড!"

ইহার পর রায়বাহাদুর সহসা ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া খুঁজিতে

আরম্ভ করিয়া দিলেন—রাজদ্রোহমূলক কোথাও কিছু আবিষ্কার করিতে পারা যায় কিনা। সে একটা রীতিমত দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। কাছা খুলিয়া গিয়াছে—হুঁসই নাই,—



মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"অকাল-কুষ্মাণ্ড !"

কোমরের কসি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে—যাক্‌গে !—প্রাণ আগে না লজ্জা আগে ?

সমস্ত বাড়ী তোল্‌পাড়্ করিয়া রায়বাহাদুর রাজদ্রোহমূলক অনেকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন—যথা—রাজস্থান, রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ—নেপোলিয়নের জীবন-চরিত

—এমনি আরও কত কি,—সবই যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার—সুতরাং কাজ কি বাপু!

গৃহিণী ইতিমধ্যে দেশলাই লইয়া উপস্থিত,—পশ্চাতে তিন পুত্রবধূ এবং তাহাদের পশ্চাতে ছোট ছোট নাতি-নাতনীর দল। রায়বাহাদুর দেশলাইটা হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিলেন এবং মহাভারতের গোটা কতক পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিলেন—'পাশের বাড়ীতে যখন খানাতল্লাস সুরু হয়েছে, তখন কে বল্‌তে পারে আমাদের বাড়ীতেও ঢুক্‌বেনা!'

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মেঝের উপর দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল! রায়বাহাদুর নিজ হাতে বইগুলি ভস্মীভূত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন—কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া সেগুলির সৎকারের ভার গৃহিণী এবং পুত্র-বধূদের উপর দিয়া তিনি সহসা বৈঠক্‌খানা-ঘরের দিকে পাগলের মত ছুটিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, শিশি বোতলওয়ালাকে বেচিবার জন্য বৈঠক্‌খানা-ঘরের তাকের উপর তিন চার মাসের ইংরেজী এবং বাঙ্গলা খবরের কাগজ জড় করিয়া রাখা আছে।

ঝড়ের বেগে সেইগুলিকে বহিয়া লইয়া আসিয়া রায়বাহাদুর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন—দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা কড়িকাঠ স্পর্শ করিল।

রায়বাহাদুর আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন—তাহার পর সহসা বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া ছড়ি, ছাতা, বোঁটি, কাটারি, ভাঙ্গা হুড়কো—যাহা কিছু চোখের সাম্‌নে পাইলেন—আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন।

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ও আবার কি কর্‌ছ ছাই,—বোঁটি কাটারী কি কখন পোড়ে?—বাঁট্‌ গুলোই না হয় কাঠের—ফলা গুলো ত আর কাঠের নয় গো!"

কর্ত্তা চাপা গলায় চেঁচাইয়া উঠিলেন—"তবু ত বুঝ্‌বে, ওগুলো আমরা ব্যবহার করি না—ব্যবহার কর্‌লে বাঁট্‌ থাক্‌তো।"

অতঃপর রায়বাহাদুর কিঞ্চিৎ যেন আশ্বস্ত হইলেন। একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"যাক্‌, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল,—এখন পুলিশ যদিই বা আসে ত বিশেষ ক্ষতি নেই।"

পরক্ষণেই কিন্তু কি মনে করিয়া সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন—এবং তাহার পরেই সহসা ছাতের সিঁড়ির দিকে ছুটিলেন।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"কি হোলো আবার—ছাতে যাচ্ছ যে বড়?"

চাপা কণ্ঠে রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—"আসল জিনিষই খেয়াল ছিল না,—নিমেটা কাল আমার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল চীনে-পট্‌কা কিনে এনেছে,—আজ সকালে বল্‌ছিল, ছাতে রদ্দুরে শুকুতে দিয়েছে,—ছোঁড়া গেল কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন—"দেখ গে—বোধ হয় ছাতেই আছে।"

সত্যই তাই।—ছাতে গিয়া রায়বাহাদুর দেখেন, তাঁর আদুরে নাতি নিমাইচরণ কাঠফাটা রৌদ্রে ছাতের উপর একটা খবরের কাগজ বিছাইয়া তাহার উপর চীনা-পট্‌কাগুলি শুকাইতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ভয়, সরিয়া গেলেই চিলে তার সমস্ত পট্‌কা ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে।

দাদুকে ছাতে উঠিতে দেখিয়া সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল;—সে ভাবিয়াছিল, দাদু তার বাজী দেখিতে ছাতে উঠিয়াছেন। মহা উৎসাহে সে চেঁচামেচি করিতে সুরু করিয়া দিল—"শুকিয়ে একবারে কাঠ হয়ে গেছে দাদু—খুব আওয়াজ দেবে নয়?"—

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—সজোরে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রায়বাহাদুর চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়া উঠিলেন —"চুপ্!"

তার পর সহসা খবরের কাগজ শুদ্ধ সমস্ত পট্‌কা লইয়া এক ছুটে ছাত হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিমাই কিছুই বলিল না—বলিবার মত অবস্থাও তখন তাহার নয়!—সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল।

নীচের ঘরের সেই অগ্নিকুণ্ডটা তখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই। রায়বাহাদুর ছাত হইতে নামিয়া পাগলের মত সেই দিক পানে ছুটিলেন। গৃহিণী চেঁচাইয়া উঠিলেন—"পট্‌কা গুলো করবে কি শুনি?"

রায়বাহাদুর বিরক্তিপূর্ণ চাপা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তাও

কি আবার খুলে বল্‌তে হবে নাকি!—জিনিষটি কি সাংঘাতিক তা জান?—চোখের সাম্‌নে পুড়ে যতক্ষণে না ছাই হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত—"

বাধা দিয়া গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন—তৎপূর্ব্বেই আওয়াজ হইল—দুম্—দাম্—চট্ পটাস্—ফট্—ফটাস্।



তার পরেই রায়বাহাদুরের পতন ও মূর্চ্ছা।

তার পরেই রায়বাহাদুরের পতন ও মূর্চ্ছা। পশ্চাতে গৃহিণী ছিলেন তাই রক্ষা, নহিলে মেঝের উপর পড়িয়া মাথাখানি চুচির হইয়া যাইত।

একদিকে সাতপাকের বিশ্বাসী স্ত্রীর চিরবিশ্বাসী সুকোমল অঙ্গ, অপর দিকে পরের কাছে বিকোনো চিরবিশ্বাসী রায়-বাহাদুরী মাথা,—সুতরাং কোন পক্ষই অবিশ্বাসী হইল না। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, রায়বাহাদুরের মাথাটি ঠিক টিপ্‌ করিয়া গৃহিণীর সুকোমল কোলের উপর গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

নিমাইচরণ তার দাদুর ব্যবহারে প্রথমটা খুব চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সে দুশ্চিন্তা তার চঞ্চল মনকে অধিকক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিল না। দাদুর কাছ হইতে ধমক্‌ খাইবার ভয়ে সে সুড়্‌ সুড়্‌ করিয়া ছাত হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া বুঝিল, বাড়ীর মধ্যে সম্প্রতি এমন একটা কিছু হইতেছে যাহা তাহার পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয়; সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়ী ছাড়িয়া বন্ধুবর হুটুদের বাড়ীর পথ ধরিবে স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু সদর দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে যাহা দেখিল—তাহাতে সে অবাক্‌ হইয়া গেল;—সে দেখিল—তাহাদের সরু গলিটায় লোকে লোকারণ্য এবং তাহাদের গায়ের বাড়ীটার দরজার সাম্‌নে অসংখ্য লাল পাগড়ী মোতায়েন্‌।

অতঃপর সে কি করিবে স্থির করিবয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই তাহাদেরি বাড়ীর ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল—দুম্‌—দাম্‌—চট্‌—পটাস্‌! তার পর তার চোখের সাম্‌নে যে কাণ্ডটা হইয়া গেল—তাহা যেমন আকস্মিক তেমনি ভীতিপ্রদ।

নিমেষের মধ্যে সে দেখিল—সেই বিপুল জনতা সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্তের মত নানাদিকে ছুটিতেছে।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিমাই এক ছুটে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। দাদুর ঘরে আসিয়া দেখে, তার দিদিমার কোলে মাথা দিয়া দাদু চুপ করিয়া শুইয়া আছে এবং তার মা এবং কাকীমারা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া বাতাস করিতেছে।

হতভম্ব নিমাইকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া কর্ত্তার পাশে বসাইয়া দিয়া নিমাইয়ের মা বলিয়া উঠিল— "আপনার নিমাই এসেছে বাবা!"—

"য়ঁ্যাঃ"—বলিয়া নিমাইয়ের দিকে বারেক চাহিয়াই রায়বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—"পুলিশ বুঝি আমাদের বাড়ীতে ঢুকেছে রে নিমাই? তুই বলিস্‌নি কেন—ও আর কিছু নয়—পট্‌কার আওয়াজ?"

নিমাই তাহার দাদুকে আশ্বাস দিবার জন্য খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"তারা চলে গেছে দাদু—আমি নিজের চোখে দেখিছি!"

"চলে গেছে?—সে কিরে!"

"হ্যাঁ দাদু—কালীর দিব্যি বলছি দাদু!"

সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইতে কর্কশ কণ্ঠে কে ডাকিয়া উঠিল—"রায়বাহাদুর বাড়ী আছেন?" এবং পরক্ষণেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল।

গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের দল অভ্যাসবশতঃ উঠিতে যাইতেছিলেন—কর্ত্তা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে এই বিপদের সময় একলা ফেলে তোমরা যেও না গো—তোমাদের পায়ে পড়ি!"

অগত্যা মেয়েরা যে যেখানে বসিয়ছিলেন বসিয়া রহিলেন—পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাথার ঘোম্‌টা গুলো নাকের ডগা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল।

পরক্ষণেই একটি মোটাসোটা কৃষ্ণবর্ণ লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—পরনে সাদা জিনের পোষাক—এবং মাথার টুপিটাও সাদা,—পূরাদস্তুর পুলিশের ইউনিফর্ম্‌।

সেই দিক পানে একবার মাত্র চাহিয়াই রায়বাহাদুর চক্ষু মুদিলেন,—বোধ হয় ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিতেছিলেন।

স্ত্রীলোকেরা কর্ত্তাকে আরও ঘনভাবে বেষ্টন করিয়া বসিল—সকলের মুখেই দারুণ আতঙ্ক;—নিমাইচন্দ্র কেবল লোকটির মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল,—তার পর আগন্তুক যখন টুপিটি খুলিয়া পাশের টেবিলের উপর রাখিলেন, তখন সে আনন্দের আতিশয্যে চেঁচাইয়া উঠিল—"পুলিশ নয় দিদিমা—ছোট-দাদু!"

আগন্তুক এইবার হাসিয়া ফেলিলেন, এবং স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে ধমক্‌ দিয়া উঠিলেন—"সব মাটি করে দিলি রে শালা!"

তার পর হাসির পালা—সে হাসি আর থাম্‌তে চায় না।

রায়বাহাদুর গৃহিণীর কোল হইতে মাথা তুলিয়া লইয়া ধীরে

ধারে উঠিয়া বসিয়া দেখেন—আগন্তুক পুলিশ-কর্ম্মচারীটি আর কেহই নন্—তাঁহারি খুড়তুতো ভাই অবিনাশ।

এতক্ষণে রায়বাহাদুরের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল,—অত্যন্ত ক্ষীণ এবং আর্ত্তস্বরে বলিলেন—"কেউ একগ্লাস্ জল দেবে গা!"—

পূরা একটি গ্লাস্ জল উদরসাৎ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রায়বাহাদুর বলিলেন—"তুমি কি করে জান্‌লে এ বাড়ীতে আমি থাকি?—আজ মাত্র চার দিন হোলো এই নতুন বাসায় উঠে এসেছি।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"সে কথা পরে শুন্‌বেন্ দাদা, এখন আসল ব্যাপারখানা খুলে বলুন্ ত—আপনি আবার বোমাড়ু হয়ে উঠলেন্ কবে থেকে?"

রায়বাহাদুর আন্তোপান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া ভদ্রলোক ত হাসিয়াই খুন।

কথাটাকে চাপা দিবার জন্য রায়বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—"সে যাক্—এখন তুমি কি করে জান্‌লে এ বাড়ীতে আমি উঠে এসেছি তাই বল ত!"

ভদ্রলোক বলিলেন—"জান্‌বার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—আপনি নিজগুণে জানিয়ে দিলেন্ দাদা।—আওয়াজটি ত আর কম হয় নি,—আমাদের প্রাণপক্ষী খাঁচাছাড়া!—যে দিনকাল—বোমা ত আজকাল হাতের ময়লা হয়ে দাঁড়িয়েছে।—খানাতল্লাস শিকেয় তোলা রইলো—গলির মোড়ে গিয়ে

তবে নিশ্বেস ছেড়ে বাঁচি। তারপর পাড়ার লোকের কাছে খবর নিয়ে যখন জানলুম্—বাড়ীর মালিক স্বয়ং রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ মিত্র, তখন ধড়ে প্রাণ এলো। তারপর যা হয়েছে সবই ত জানেন্ দাদা।"

এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ রায়বাহাদুর-গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"দাদার আমার বুদ্ধিকে কিন্তু তারিফ্ করতেই হচ্ছে;—কাগজ-পত্তর পুড়োলে যখন তার চিহ্ন থাকে না—তখন পটকাই বা না পুড়োবেন্ কেন?—এই বুদ্ধির জোরেই দাদা আমার রায়বাহাদুর হয়েছেন—কি বল বৌদিদি!"

একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বৌদিদি উত্তর দিলেন—"পটকার আওয়াজে যে বীরপুরুষ কাচা খুলে দৌড় দেয়, সে যদি পুলিশের সর্দ্দার হতে পারে—তা হলে ও বুদ্ধি নিয়ে রায়বাহাদুর হওয়াটা খুব বেশি আশ্চর্য্য নয় ঠাকুর-পো!"



পকেটমইন

বেরিয়েছিলাম মোহনবাগানের ম্যাচ্ দেখ্তে। কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেটের সাম্‌নে ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা সাড়ে তিনটে হবে আন্দাজ। মাথার উপর রৌদ্র টাটা কর্‌ছে, আর পায়ের তলায় পিচের রাস্তা তেতে একবারে আগুন হয়ে গেছে।

বিলিতি পুডিং তৈরি করবার সময় নাকি উপর এবং তলা দুদিক থেকেই তাপ্ দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষকে দু-দিক থেকে উত্তাপ দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা কি যে গড়তে চান্, তা তিনিই জানেন্।

চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছি—কখন্ বাস্ আসে।—ইতিমধ্যে তিন-চারটে বাস্ সাম্‌নে দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে গেল,—ওঠে কার সাধ্য!—বাস্ নয়ত, এক একখানি চলন্ত অন্ধকূপ-হত্যা।

দূরে একটা দোতালা বাস্ দেখা যায় না?—কিন্তু আস্‌ছে না যাচ্ছে?—না—আস্‌ছেই বটে! দেখা যাক্—এটাতে যদি জায়গা মেলে;—না আঁচালে কিন্তু বিশ্বাস নেই!—আবার থামে কেন রে বাবা?—যেটুকু খালি ছিল এতক্ষণে ভরে গেল নিশ্চয়ই!—আজ আর মোহনবাগানের ম্যাচ্ দেখা কপালে নেই দেখ্‌ছি!

বাস্‌টা কালীতলার মোড় পার হোলো এতক্ষণে।—নাঃ—এগুতে হোলো এইবার! মেছোবাজারের মোড়ের কাছ্‌টায় কি অসম্ভব ভীড়!—ঐখানে ঐ ভীড়ের সঙ্গে মিশে উঠ্‌তে হবে,—নৈলে উপায় নেই!

হেঁকে চলেছি—এ বাস্‌টা ধরতেই হবে। ভিতরে না ঢুক্‌তে পারি—বাদুড়ের মত ঝুল্‌তে ঝুল্‌তেই না হয় যাওয়া যাবে। 'যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাবো' গোচের মনের অবস্থা।

হন্ত দন্ত হয়ে ছুটেছি—হঠাৎ কলিসন্ হোলো এমন একটি লোকের সঙ্গে, যাঁর পাল্লায় পড়ে ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার ম্যাচ্-দেখা বন্ধ হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে সাম্‌নাসাম্‌নি হ'লেও মানুষ বোধ হয় এত হতাশ হয় না। কিন্তু দেখা হয়েছে যখন, তখন উপায় কি?—বল্লুম—"নমস্কার স্যার্!—বাস্‌টা ধ'রতে

হবে—বিশেষ দরকার, না গেলেই নয়—আর একদিন দেখা করবো'খন্!"

কথাটা শেষ করেই পালাবার চেষ্টা করছিলুম্—হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে অধ্যাপক বিপিন বাবু বল্লেন্—"আমার কাজ কিন্তু তোমার চেয়েও জরুরি বিনোদ,—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

একথা শোনবার পর মানুষ কখন স্থির থাক্তে পারে না—অন্ততঃ স্থির থাকাটা ভদ্রতাসঙ্গত নয়।—ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম্—"ব্যাপার কি স্যার্?"

চেয়ে দেখি—ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছেন্। বোধ হয় আমার প্রশ্ন তাঁর কাণেই প্রবেশ করে নি।

মনে মনে সত্যই ভয় পেলাম্। কিছুদিন পূর্ব্বে ভদ্রলোকের ছোট মেয়েটির টাইফয়েড্ হয়েছিল শুনেছিলাম্,—ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম্—"বাড়ীর সব খবর ভাল ত?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ ফুটপাথ্ থেকে নেমে পড়ে ছুট্তে আরম্ভ করলেন্। কিছুই বুঝ্তে না পেরে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম্।

দেখি—অদূরে একটুক্রো কাগজ পথের ধূলোর সঙ্গে বাতাসে উড়্তে উড়্তে চল্লেছে,—আর বিপিন বাবু তারি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটেছেন্।

কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর কাগজের টুক্‌রোটাকে কুড়িয়ে নিয়ে—সেটার উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই অত্যন্ত বিরক্তভাবে সেটাকে তাল পাকিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিড়্ বিড়্ করে বক্‌তে বক্‌তে আমার কাছে ফিরে এসে বল্লেন্ —"দেশের লোক খেতে পায় না—এদিকে পথে ঘাটে দেখ, বায়স্কোপের হ্যাণ্ড্‌বিলের ছড়াছড়ি।—এদেশ উচ্ছন্নয় যাবে না ত যাবে কে?"

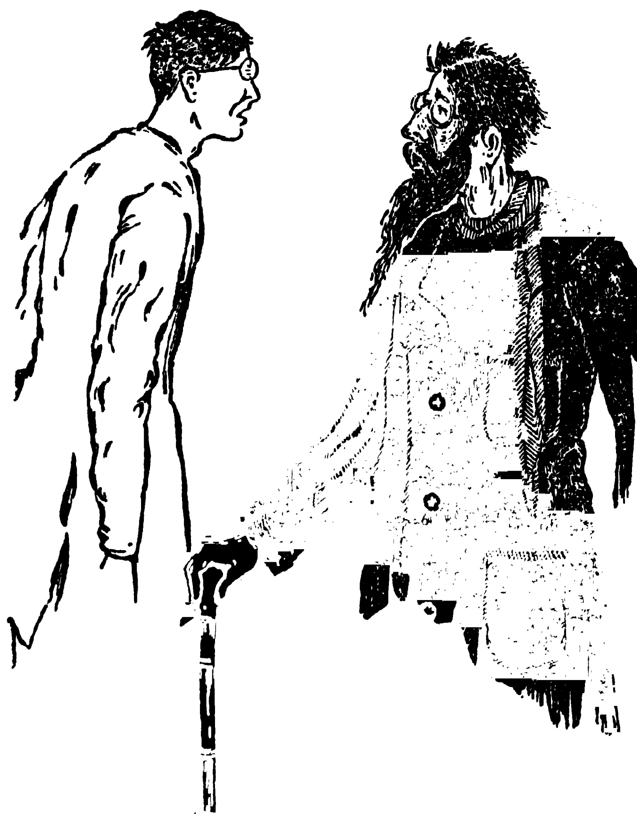
ফের ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম্—"বাড়ীর সব খবর ভাল ত আর?—আপনাদের বাড়ীতে কার যেন টাইফয়েড্ হয়েছিল—"

কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই বিপিন বাবু বলে উঠ্‌লেন্ —"খুকীর কথা বল্‌ছ? সে ত অনেকদিন সেরে উঠেছে।"

একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম্—"তবে যে বল্‌ছিলেন্—"

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠ্‌লেন্—"সে ত ভাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আধঘণ্টা আগে যে একশ টাকার একখানা নোট্ হারিয়ে ফেল্লুম্—সেটা বুঝি কম সর্ব্বনাশ হোলো?"

আপাদমস্তক জ্বলে গেল।—ইতিমধ্যে কখানা বাস্ সুমুখ দিয়ে চলে গেছে জানতেই পারি নি—এমনি দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে এতক্ষণ ছিলাম। স্বপ্নভঙ্গ হতেই চেয়ে দেখি, সুমুখ দিয়ে একটা বাস্ আমারি দশ হাত দূর থেকে একরাশ লোক তুলে নিয়ে সশব্দে চলে গেল।—



একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—"তবে যে বলছিলেন—"

চণ্ডীদাসের রাধা শ্যামচাঁদটিকে তাঁহারি চোখের সুমুখ দিয়ে অন্যের কুঞ্জে যেতে দেখে—একদিন গেয়েছিলেন—

"কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥"

. এই পদটির ভিতরকার আসল রসটি কোনদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি, আজ প্রথম করলাম।

আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে বাসখানা যখন অন্য যাত্রীদের নিয়ে চলে গেল—তখন আমার অবস্থা রাধা ঠাকুরাণীর চেয়ে কোন অংশে কম শোচনীয় হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রলোক আমাকে অন্যমনস্ক দেখে—একটা ঝাঁকুনি মেরে বল্লেন্—"শুন্‌ছো ?"

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলুম্—"কি বল্‌ছেন্ বলুন্ না!"

"এই কিছুক্ষণ হোলো একশ টাকার একখানা নোট্ হারিয়ে ফেলেছি।"

বল্লুম—"সে ত শুনেছি,—এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে তাই স্পষ্ট করে বলুন্।"

ভদ্রলোক আমার হাতখানাকে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে বল্লেন্—"বিরক্ত হোয়ো না বিনোদ—তোমরা হচ্ছ ছাত্র,—সন্তান তুল্য—তাই—"

বাধা দিয়ে বল্লাম্—"না, না আদবেই বিরক্ত হই নি—আপনি ব্যস্ত হবেন্ না স্যার্!"

মনে মনে কিন্তু লোকটার মুণ্ডপাত করছিলাম্।—ওঁর একশ টাকার নোট্ হারিয়েছে, অতএব মোহনবাগানের ম্যাচ্ দেখা বন্ধ করে এই দারুণ গ্রীষ্মে কাঠফাটা রৌদ্র মাথায় ক'রে পথে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে হাহুতাশ করতে থাকো;—আচ্ছা বেরসিকের পাল্লায় পড়া গেছে!—অপরাধের মধ্যে বছর দুই আগে কলেজ-জীবনে ওঁর ছাত্র ছিলাম্!—এবং তার চেয়েও বেশী অপরাধ, ওঁর বড় ছেলে ক্ষিতীশ আমার বন্ধু এবং ওঁর বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আমার আহারের নিমন্ত্রণ হয়ে থাকে। এতগুলো অপরাধ, সুতরাং শাস্তি মাথা পেতে নিতেই হবে,—বুঝলাম্, ম্যাচ্-দেখার দফারফা।

এইখানে ভদ্র লোকের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

ইনি কলকাতার কোনও কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে থাকেন।—বয়েস পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন হবে—কিন্তু দেখ্‌লে অনেক বেশী বলে মনে হয়। রাতদিন বই পড়ে পড়ে বার্দ্ধক্যকে একটু সকাল সকাল ডেকে এনেছেন্। শোনা যায়—আজ আঠার বৎসর যাবৎ স্নান করেন্ নি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন—"ধাতে সয় না।"

গ্রীষ্মকালেও গায়ে পা-পর্য্যন্ত-ঝুল্ গরম ওভার্-কোট্, পায়ে মোজা এবং গলায় কম্ফটর্ দিয়ে থাকেন্। আজ এইমাত্র যে তাঁর সঙ্গে দেখা হোলো—এখনও গায়ে সেই ওভার্-কোট্‌টি রয়েছে।—

শুনা যায়, কোন্ সুদূর অতীতে ঐ ওভার্-কোট্‌টি তাঁর

বরবপুখানিকে আশ্রয় করেছিল, তার পর থেকে সে এই মহৎ আশ্রয় একদিনের তরেও ত্যাগ করে নি।

বেঁটে-খেঁটে একরত্তি লোকটি। সর্দ্দিকাশি রাতদিন লেগেই আছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মুখময় একরাশ দাড়ি গোঁফ। চোখ-দুটি কোটরের মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে গেছে। জীর্ণ শীর্ণ দেহ। গলার শির গুলি গুনে নেওয়া যায়। যখনি বাড়ীতে যাও—দেখ, বই মুখে দিয়ে পড়ে আছেন্।

কেউ কেউ বলেন্—প্রথম যৌবনে উনি নাকি এক খৃষ্টানী যুবতীর প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেম অনেক দূর পর্য্যন্ত নাকি গড়িয়েছিল; কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি।

কথাটা যাঁর মুখে শুনেছিলুম্—তিনি বিপিনবাবুরই সমবয়স্ক এবং আমি যে কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করি সেইখানেরই একজন সিনিয়ার প্লিডার্। তিনি বলেন—বিপিনবাবু এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন এবং খুব সৌখিন এবং রসিক লোক ছিলেন।—কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। লোকটি যে এককালে সুপুরুষ ছিলেন এবং ওঁর মধ্যে যে কোন কালে সৌখীনতা এবং রসিকতার লেশমাত্র থাক্‌তে পারে—একথা বিশ্বাস করতে গেলে দুনিয়ার অনেক কিছু অসম্ভবকেই বিশ্বাস করতে হয়।—কিন্তু উকিল ভদ্র-লোকটি নিজের চক্ষে দেখেছেন্। শুধু তাই নয়, উনি নাকি বিপিনবাবুর সহপাঠী ছিলেন এবং একই বাসায় বহুবৎসর কাটিয়েছেন।—সুতরাং তর্ক চলে না,—বোকা ব'নে যেতে হয়।

যাক্, এখন যৌবনের সেই রসিক, প্রেমিক, সৌখীন বিপিন-বাবুকে ছেড়ে আজকের এই বৃদ্ধ, বেরসিক, অধ্যাপক বিপিন-বাবুতে আবার ফিরে আসা যাক্।

বল্লাম্—"নোট্ কি রাস্তায় হারিয়েছেন্?"

বিরক্ত হয়ে বল্লেন্—"তবে কি বাড়ীতে হারিয়ে, রাস্তায় বেরিয়েছি খুঁজ্‌তে?—এমনি আহাম্মক্ পেয়েছ আমাকে!"

মুখে কিছু বল্লাম্ না,—মনে মনে ভাবলাম্, আপনার সে গুণে ঘাট্ নেই।

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম্—"এখন কি করবেন্ স্থির করেছেন্? সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিষ্ট্-ওয়াচ্‌টার দিকে আড়নয়নে একবার দেখে নিলাম্—দেখি, চারটে বেজেছে।—এখনও তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ্ করে কি ভেবে নিয়ে বল্লেন্—"দেখ, আমার মনে হয়, দুজনে দু-ফুট্‌পাথ্ ধরে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যদি চলি, তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। পকেটে যখন নেই—তখন নিশ্চয়ই পথে কোথাও পড়ে গিয়ে থাক্‌বে। আর, পথে যখন পড়েছে তখন পথে খোঁজ্ করাই বুদ্ধিমানের কাজ—কি বল?"

বুঝ্‌লাম্—কেস্ হোপ্‌লেস্।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লাম না—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।—বল্লাম—"রাস্তায় যখন পড়েছে তখন কি আর পাওয়া যাবে?"

ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন্—"যাবে না কেন শুনি?—

রাস্তার ত আর মুখ নেই যে গিলে ফেল্‌বে!—এত লেখাপড়া শিখে এই সামান্য জ্ঞানটুকু হোলো না যে, টাকাকড়ি ধন দৌলত এ সকলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। এ সকল বস্তু মানুষের জীবনধারণ-ব্যাপারের কৃত্রিমতার অপেক্ষা রাখে। মানুষের জীবনধারণ-ব্যাপারও যেমন কৃত্রিম, তাদের জীবন-ধারণের উপায় উদ্ভাবনও তেমনি কৃত্রিম। পথ ব'লে এই যে প্রাণহীন বস্তুটি আমাদের সুমুখে পড়ে রয়েছে—এর জীবন নেই, অতএব জীবনের কৃত্রিমতাও এখানে থাক্‌তে পারে না। সুতরাং টাকাকড়ি ধন দৌলতের কোন মূল্যই এই পথ নামক পদার্থটির কাছে নেই। সুতরাং এর কাছে টাকাকড়ি ধন দৌলত সবই আমরা অনায়াসে ফেলে যেতে পারি।—জিনিষটা মাথায় ঢুক্‌ছে না বোধ হয়?—এই ধরনা কেন—"

বাধা দিয়ে বল্লাম্—"মাথায় যথেষ্ট ঢুকেছে—এখন কি করতে হবে বলুন্।" মনে মনে ভাবলাম্, কি আপদেই পড়া গেছে রে বাবা!—

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা বাস্ বেগে সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।—মনে হোলো, আমারই বুকের উপর দিয়ে যেন চলে গেল।

ভদ্রলোক বল্লেন্—"দেখ বিনোদ, সচেতন এবং অচেতন পদার্থের প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম এক নয়,—একটা হচ্ছে—"

বাধা দিয়ে বল্লাম্—"বুঝেছি স্যার্!—এখন কি করতে হবে তাই বলুন্।"

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে ভদ্রলোক বল্লেন্—"এখন আমাদের পথের দু-ফুট্‌পাথ্ ধরে খুঁজতে খুঁজতে এগুতে হবে।"

অতিকষ্টে বিরক্তি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম্—"আগে বলুন্ দেখি—নোট্‌টা পকেটে নিয়ে কোন্ কোন্ পথ দিয়ে হেঁটেছেন্?"

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে নিয়ে বল্লেন্—"বাড়ী থেকে বেরুবার সময় নোট্‌টা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে ছিলুম্—এ আমার বেশ মনে আছে। আজ আমাদের কলেজের ছুটি—সুতরাং কলেজে যে যাই নি, একথা জোর করেই বল্‌তে পারি।—বেরিয়েছিলুম্ জামা কাপড় কিন্‌তে—তাও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। কলেজ-ষ্ট্রীট-মার্কেটে 'জহরলাল-পান্নালাল' কিম্বা 'বৈকুণ্ঠগুঁই' কিম্বা 'কমলালয়' এই তিনটে দোকানের একটাতে ঢুকেছিলুম্—এও বেশ স্মরণ হচ্ছে। তারপর কাপড় জামা পছন্দ করলুম্।—দোকানদার ক্যাস্-মেমো হাতে দিলে। পকেট্ থেকে নোট্‌টা বার করতে গিয়ে দেখি—সর্ব্বনাশ—পকেটে নোট্ নেই!—"

"জামা-কাপড় আর কেনা হোলো না,—তখুনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম্।—খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হেদোর মোড় পর্য্যন্ত গেলুম্—কোথাও নোট্ পাওয়া গেল না। ভাবলাম্, আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখা যাক্।—তখন করলুম্ কি, হেদোর মোড় থেকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে চল্লুম্ কলেজ-ষ্ট্রীট-মার্কেটের দিকে। এই সময় পথে তোমার সঙ্গে দেখা।—"

বল্লুম্—"এখন তাহলে মতলব করেছেন, এইখান থেকে হেদোর মোড় পর্য্যন্ত ফের একবার ঢুঁড়ে দেখ্‌বেন্—কেমন ত ?"

"ঠিক্ তাই।"

"কিন্তু আমার মনে হয়, হেদোর মোড় থেকে আরম্ভ করে বলরাম-দে ষ্ট্রীটে আপনার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। এ দিকটাতো আপনি নিজে খুঁজে দেখেছেন্—ওদিকাটা কিন্তু একবারও খোঁজা হয় নি। আমার বিশ্বাস ঐ দিকেই কোথাও পড়ে গেছে।"

মৎলবটা ফাঁকি দেওয়া। হেদোর মোড় থেকে বিপিন-বাবুর বলমার-দে ষ্ট্রীটের বাড়ী বড় জোর পাঁচ মিনিটের পথ। ওটুকু খুঁজ্‌তে বেশি সময় লাগবে না—সস্তায় কাজ সারা হয়ে যাবে।

ম্যাচ্ দেখার আশা ত অনেকক্ষণই ছেড়ে দিয়েছি। এখন কলেজ-ষ্ট্রীট-মার্কেট থেকে হেদোর মোড় পর্য্যন্ত নোট্ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যাওয়ার ঝক্‌মারি থেকে বাঁচবার চেষ্টায় আছি।

ভদ্রলোক বল্লেন্—"আহা, হেদোর মোড় থেকে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পথটা ত খুঁজ্‌তেই হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের এ রাস্তা দিয়ে ত এম্‌নিই যেতে হচ্ছে।—সুতরাং খুঁজে দেখ্‌তে দোষ কি ?"

বুঝলাম্—শক্ত পাল্লায় পড়েছি।

দুজনে দুই ফুট্‌পাথ ধরে চলেছি। বিপিনবাবু চলেছেন্ বাঁ ফুট্‌পাথ ধ'রে, আমি চলেছি ডান ফুট্‌পাথ্ ধ'রে।

মনে মনে জানি, পাওয়া যাবে না—সুতরাং বে-পরোয়া। তবু মধ্যে মধ্যে খোঁজার ভাণ করতে হচ্ছে।—কেন না, মধ্যে মধ্যে একজোড়া সন্দিগ্ধ চক্ষুর সতর্ক দৃষ্টি বিপরীত ফুট্‌পাথের উপর থেকে আমার উপর এসে পড়ছে—টের পাচ্ছি।

এর উপর আবার মধ্যে মধ্যে ও ফুট্‌পাথ্ থেকে আমার ফুট্‌পাথে এসে খোঁজ খবর নিয়ে যাওয়া আছে।—সে এক বিষম উপদ্রব।

কালীতলার মোড় বরাবর গিয়ে হঠাৎ দেখি—বিপিনবাবু একটি ছোক্‌রাকে হাত-মুখ নেড়ে কি সব বলছেন্।—বুঝলুম্—আমারি মতন কোন্ অভাগার কপাল পুড়েছে।—কি করি—আমিও থম্‌কে দাঁড়ালুম্।

একবার ইচ্ছা গেল—ও ফুট্‌পাথে গিয়ে দেখে আসি, ছোক্‌রাটির অবস্থা কতদূর শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহসে কুলোলো না—এখুনি হয়ত নিজের ঘাঁটি ছেড়ে আসার দরুণ ধমক্ দিয়ে উঠ্‌বেন্।

প্রায় মিনিট্ দশেক পর ছোকরাটিকে ছেড়ে দিয়ে আবার চল্‌তে সুরু করলেন্। ছোক্‌রাটির কপাল ভাল বল্‌তে হবে।

ভেবেছিলাম্ হয়ত বা ছোক্‌রাটির উপর ট্রাম্-লাইন ধরে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমাদের সঙ্গে হেদোর মোড় পর্য্যন্ত যাওয়ার ভার পড়্‌বে।—এত সহজে ছাড়ান্ পাওয়ার জন্যে তাকে মনে মনে কন্‌গ্র্যাচুলেট্ না করে পারলাম্ না।

হঠাৎ কি মনে করে আমার ফুট্‌পাথে সোজাসুজি চলে এসে

বিপিনবাবু বল্লেন্—"দেখ বিনোদ, এইমাত্র আমার এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।—তার ওপর ভার দিয়ে দিয়েছি—সে যেন 'জহরলাল পান্নালাল', 'বৈকুণ্ঠগুঁই' আর 'কমলালয়' এই তিনটে দোকানের ভেতর ঢুকে একটু খুঁজে দেখে। কে জানে দোকানের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকতেও ত পারে।"

কি আর বলি ?—বল্লুম্—"তাত বটেই।"

আবার দুজনে দুই ফুট্‌পাথ ধরে চলেছি।—পথ ত ঐটুকু কিন্তু বিপিনবাবু নিজগুণে তাকে অনন্ত করে তুলেছেন্।—

ভদ্রলোক কখনো চলছেন্, কখনো দাঁড়াচ্ছেন্, কখনো হেঁট হয়ে ফুট্‌পাথের উপর থেকে ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছেন্। অপর ফুট্‌পাথ থেকে এই সকল বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি। হাসিও পাচ্ছে—রাগও হচ্ছে—দুঃখও হচ্ছে! নিজে যে একটু হেঁকে চল্‌বো তারও যো নেই,—তাঁর সঙ্গে তাল্ রেখে চল্‌তে হবে। কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলুম্!

দুজনে চলেছি ত চলেইছি। প্রায় ৬টা নাগাদ হেদোর মোড়ে এসে পৌছোলুম্। এখন বলরাম-দে ষ্ট্রীট্‌টা খুঁজ্‌লেই আজকের মতন ছুটি। কষ্টটা খুব বেশি হয় নি, কারণ, বেলা পাঁচটা থেকে আকাশে বেশ ঘনঘটা করে মেঘ জম্‌তে সুরু করেছে এবং বেশ ঠাণ্ডা একটি জোলো হাওয়া ঝির্ ঝির্ করে বইছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বৃষ্টি নাম্‌বে বলে মনে হয়। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ সারা গেছে।—

হেদোর মোড় বরাবর এসে দুজনে দু ফুট্‌পাথ থেকে নেমে পথের মধ্যে মিলিত হলাম্।—বিপিনবাবু বল্লেন্—"চল, এইবার বাড়ীর পথ ধরা যাক্।"

দুজনে আবার চলেছি।—ক্রমে বিপিনবাবুর বাসার দরজায় এসে দুজনে থাম্‌লাম্। বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌বো ঢুক্‌বো করছি এমন সময় পিছন থেকে চাপা গলায় কে ডাক্‌লে—"বিনোদ যে!"

ফিরে দেখি বিপিনবাবুর বড় ছেলে বন্ধুবর ক্ষিতীশচন্দ্র একজোড়া গঙ্গার ইলিশ্ হাতে ঝুলিয়ে আমারি পশ্চাতে স্বশরীরে দাঁড়িয়ে।

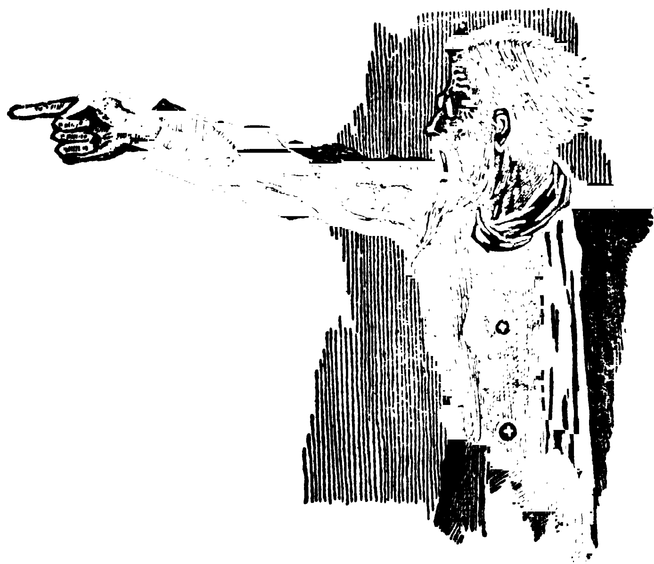
কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম্, তার পূর্ব্বেই বিপিনবাবু কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন্—"আক্কেল্‌টা দেখ বিনোদ—আমি মরছি নোট্ খুঁজে—আর উনি বাজার থেকে সখ্ ক'রে জোড়া-ইলিশ্ কিনে আন্‌ছেন্।—টাকা বড় সস্তা হয়েছে নয়!"—

ীশ বেচারা কিছুই জানে না,—সে ত অবাক!—বিপিনবাবু তাকে তদবস্থায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আরও বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন্—"দূর্ করে ফেলে দিয়ে আয় তোর ইলিশ-মাছ!—ও মাছ যদি বাড়ীতে ঢোকে ত দেখে নোবো।"—

ক্ষিতীশকে পূর্ব্ববৎ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে

বিপিনবাবু দ্বিগুণ বেগে চেঁচিয়ে উঠলেন্—"এখনো দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়—টান্ মেরে ফেলে দিয়ে আয় এখুনি !"—

এবার ক্ষিতীশচন্দ্র সত্যই পিতৃ আজ্ঞা পালন করলে। চেয়ে দেখি, বেচারা মাছ দুটি হাতে করে গলির মোড়ের আস্তা-



"টান্ মেরে ফেলে দিয়ে আয় এখুনি !"

কুড়ের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।—মনে মনে হাসিও পেলো—দুঃখও হোলো।—

বিপিনবাবু বল্লেন্—"চল বাড়ীর ভেতরে যাওয়া যাক্।—

আমার শোবার ঘরটা একবার খুঁজে দেখ্‌তে হবে।—সেখানেও পড়ে যেতে পারে ত!—"

কিছু আর বল্লাম্ না—নীরবে বিপিনবাবুকে অনুসরণ করলাম্।

বাইরের ঘরে ঢুকে ওভার-কোট্‌টা খুলে তক্তপোষের উপর সবেগে নিক্ষেপ ক'রে ভদ্রলোক বল্লেন্—"তুমি একটু বস—আমি ততক্ষণ বাড়ীর ভেতরটা একবার খুঁজে দেখে আসি।"

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন্। আমিও যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলাম্। চুপ করে বসে আছি।—হঠাৎ দেখি, ক্ষিতীশচন্দ্র পা টিপে টিপে সেই ঘরে প্রবেশ করছে।—

ধীরে ধীরে আমার পাশে তক্তপোষের উপর বসে পড়ে সে বল্লে—"ব্যাপারটা কি বল্‌ত?"

বল্লুম্—"সে কথা পরে বল্‌ছি—কিন্তু ইলিশ্-মাছ দুটো ফেল্লি কোথায়?"

সে বল্লে—"সে কথা পরে হবে'খন্!—আগে বল্ দেখি ব্যাপারখানা কি?—এখুনি হয়ত কর্ত্তা এসে পড়বেন্—তখন্ আর শোনা হবে না।"

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বল্লাম্।—

সকল কথা শুনে ক্ষিতীশ প্রথমটা কিছুক্ষণ চুপ্ করে কি ভাব্‌লে; তার পর সহসা বলে উঠ্‌লো—"ওভার-কোটের পকেট্‌গুলো একবার ভাল করে দেখ্‌লে হয় না?"

বল্লাম্—"উনি পকেট্‌গুলো ভাল করে খুঁজে দেখেছেন্ বল্লেন্।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"বাবার খোঁজা ত!"—

কথাটা শেষ করেই সে ওভার্-কোট্‌টা কোলের ওপর তুলে নিয়ে তার বুক-পকেট্‌টার মধ্যে হাত পুরে দিলে। হাতটা যখন বার করে নিলে তখন তার মুঠোর মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া গেল—পাওয়া গেল না কেবল একশ-টাকার নোট্‌খানা।

ওদিকে বাড়ীর ভিতরে তখন দক্ষযজ্ঞের পালা সুরু হয়ে গেছে। কর্ত্তার চীৎকার গিন্নীর চীৎকারের সঙ্গে একত্র হয়ে একটা অপরূপ শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি করেছে।—সে একটা প্রলয় কাণ্ড!

বুক্-পকেট্ সার্চ্ করা শেষ করে ক্ষিতীশ বল্লে—"সবগুলো পকেট্ একে একে খুঁজ্‌তে হবে।—কিন্তু সময় অত্যন্ত অল্প—এখুনি হয়ত বাইরে আসবেন্। তার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে!—পকেট্ ত আর একটি আধটি নয়;—তুই গোটাকতক্ পকেট্ দ্যাখ্—আমি গোটাকতক্ দেখি!"

কথা সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজনে একত্রে কাজে লেগে গেলুম্।—ক্ষিতীশ একটা পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিলে—আমি চালিয়ে দিলুম্ আর একটার মধ্যে।

হাত চালাচ্ছিই ত চালাচ্ছি।—তলা আর পাওয়া যায় না।—একি কাণ্ড রে বাবা!—প্রায় সমস্ত হাতটা পকেটের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে চলে গেল,—কোথাও এতটুকু বাধা পেলো না।

হঠাৎ কি যেন হাতে ঠেক্‌লো;—কি এ?—পরক্ষণেই বুঝলাম্ ক্ষিতীশের হাত।—দুটি হাত যখন একত্র হোলো তখন দুজনে একবার দুজনের মুখের দিকে না তাকিয়ে থাক্‌তে পারলুম্ না।

অতিকষ্টে হাসি চেপে বল্লাম্—"জামার পকেটগুলো ভিতর দিকে ফুটো হয়ে গিয়ে অস্তরের কাপড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"তাহলে ত দেখ্‌ছি ওভার্-কোটের তলা পর্য্যন্ত হাত চালালে তবে পকেটের সীমা পাওয়া যাবে।"

বল্লাম্—"তাই ত দেখ্‌ছি!"

আরও গভীর ভাবে হাত চালাতে লাগ্‌লুম্। ক্রমে সমগ্র হাতখানা চলে গেল—তথাপি শেষ নেই। অগত্যা হাত চালানো বন্ধ রেখে জামাটাকেই গুটোতে লাগলুম্। হঠাৎ এক সময় টের পেলুম্—হাতটা এক স্থানে এসে ঠেকেছে। বুঝলুম্—অস্তরের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি।

ক্ষিতীশ সহসা বলে উঠ্‌লো—"কি যেন একটা হাতে ঠেক্‌লো।"

জিজ্ঞাসা করলুম্—"নোট্ নাকি?"

বল্লে—"না!—একটা শক্ত মতন কি।"

পরক্ষণেই সে হাতটা পকেট থেকে টেনে বার করে ফেল্লে। উঠে এলো একটা রূপোর ছোট কাজল-লতা। দুজনেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম্।

কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এ নয়—এখুনি হয়ত কর্ত্তা বেরিয়ে আসবেন্—তা হলেই সর্ব্বনাশ।

আবার দুজনে পকেট্-মন্থনে মনোনিবেশ করলাম্। এবার আমার হাতে কি যেন ঠেক্‌লো। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হাত বার করে নিয়ে দেখি—একটা কাঠের চুষি-কাঠি।

দেবতা এবং অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করে অনেক কিছু তুলে-ছিলেন্,—আমি এবং ক্ষিতীশ পকেট্-মন্থন করে বড় কম জিনিষ তুলিনি,—যথা,—একরাশ চাবি সমেত প্রকাণ্ড একটা চাবির রিং, দুটো কাচের পুতুল, একটা ভাঙ্গা রিষ্ট-ওয়াচ্, গোটাচারেক নস্যির ডিবে, এক জোড়া গরম মোজা, একটা ভাঙ্গা চশ্‌মা, গোটাকতক ভাঙ্গা বিস্কুটের টুক্‌রো, একরাশ ঘুণ্-ধরা অনেক কালের বাসি ডালমুট্, তিন চারটে মোটা মোটা বাঁধানো ইংরেজি বই, এক প্যাকেট্ চা, এক শিশি স্যানাটোজেন্, একটা বহু কালের রেলওয়ে টাইম্-টেবিল্, এক শিশি মধ্যম নারায়ণ তৈল—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

আবিষ্কৃত জিনিষগুলিকে তক্তপোষটার উপর রেখে আবার একবার পকেট্-মন্থনে মনোনিবেশ করবো করবো করছি এমন সময় কর্ত্তা হঠাৎ অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন্। ভদ্রলোকের সে সময়কার মুখের চেহারা দেখে সত্যই ভয় পেয়ে গেছলাম্।

চরম একটা কিছুর আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে আছি—এমন সময়

হঠাৎ অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে ভদ্রলোক বলে উঠলেন্—"ঐ কাজল-লতাটা দেখি—ওটা তোমরা পেলে কোত্থেকে ?"

—মুখের দিকে চেয়ে দেখি—ভদ্রলোক শুধু নোট্ হারিয়ে ফেলার শোক নয়—নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন্।

রূপোর কাজল-লতাটা ভদ্রলোকের হাতে দিলুম্। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে দেখলেন্। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্লেন্—"ওগো শুন্ছো ?—একবার বাইরের ঘরে এস দেখি !"

সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরমহল এবং বাইরের ঘরের মাঝখানকার দরজার পর্দ্দাটা নড়ে উঠ্লো, এবং তারপর যিনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূ্তা হলেন্—তাঁর দিকে চেয়ে মনে হোলো, একটি হিপোপোটেমাস্ হঠাৎ দয়া করে একখানি শাড়ী পরে সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন্। অনেক মোটা স্ত্রীলোক দেখেছি—কিন্তু এমনটি সহজে চোখে পড়ে না,—চেহারাখানি দেখে স্বীকার করতেই হবে—হাঁ—বপু বটে !

গৃহিণীকে দেখে কর্ত্তার কি উৎসাহ। তিনি চেঁচামেঁচি করতে সুরু করে দিলেন্—"এ কাজল্-লতা চিন্তে পারো ?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন্—"চিন্তে আবার পারি না—ঐ কাজল্-লতা নিয়ে কি ছরকোট্টাই না করেছিলে ! ওটা কোত্থেকে পাওয়া গেল শুনি ?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"বাবার ওভার-কোটের পকেট্ থেকে।"

কর্ত্তা আর্ত্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন্—"আমার পকেট থেকে

আমাদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার একজন গ্র্যাজুয়েট্ ; তাঁর সঙ্গে একদিন ঐ তর্ক হোলো।—তিনি বল্লেন—'চরিত্রহীন' রিয়েলিষ্টি নভেল—আমি বল্লুম্—জোর করে ওকথা বলা যায় না!—নিজের personal experience এর (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার) সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিয়ে নিতে পারছি, ততক্ষণ আমি কোন কথা বলতে রাজী নই,—এটা টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি (বিংশ শতাব্দি)—সে কথা ভুলবেন না মশাই!"

ছোক্‌রাটি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে একবার তাকাইল ;- সে দৃষ্টির অর্থ,—মন্দ চিজ্‌খানি পাওয়া যায় নি,—সময়টা কাট্‌বে ভালো।

বলিলাম—"কি ভয়ানক আপ্-টু-ডেট্ আপনি মশাই!"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"তবু, ওঁর পিতাঠাকুর ওঁকে সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যে আট্‌কে রাখতেন—ভয়, পাছে খৃষ্টান, নিদেন পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান্।—এই বোধহয় ওঁর প্রথম কলিকাতা যাত্রা।"

আমি বলিলাম—"আগুনকে কি আর ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় মশাই!"

"Certainly not!" (নিশ্চয়ই না)

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"গুটিপোকা যেমন বাইরের কোনরকম সাহায্য না নিয়ে, নিজের ভিতর থেকে রস আমদানি করে রেশম সৃষ্টি করে,—উনি ঠিক তেমনি করে, বহির্জগতের সাহায্য না নিয়ে নিজের ভিতর থেকেই—"

আর বলিতে হইল না—ভদ্রলোক লাফাইয়া উঠিলেন—"Very true (খাঁটি সত্য কথা)—একবারে ভেজাল-শূন্য খাঁটি সত্য কথা মশাই !"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"তাই পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পরই বুঝি বহির্জগতের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে কলকাতায় গিয়ে হাজির ?"

"কতকটা তাই বটে ;—তবে কিনা 'চরিত্রহীন' বইটার রিয়েলিষ্টিনেস্ (বস্তুতান্ত্রিকতা) সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে reach করাই (উপনীত হওয়াই) ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—বুঝেছেন কি না ! দোষই বলুন অর গুণই বলুন, নিজের চোখে না দেখে একটা জিনিষকে রিয়েলিষ্টি বলা আমার ত মশাই নিতান্তই disscientific (অবৈজ্ঞানিক) বলে মনে হয় —বুঝেছেন্ কি না !"

ছোকরাটি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"তাই পিতার মৃত্যুর পরই বুঝি—"

"নিশ্চয়ই !—কিউরিয়সিটি (কৌতূহল) বলে জিনিষটা—বুঝেছেন কিনা—আমার মধ্যে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রবল।"

আমি বলিয়া উঠিলাম—"আপ্-টু-ডেট্ লোকদের ওটা একটা প্রধান লক্ষণ।"

"ধন্যবাদ—আপনি একটা কথার মত কথা বলেছেন মশাই।" বলিয়া গলার স্বরটাকে কিঞ্চিৎ নামাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"অনেক দিন থেকেই সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রেখেছিলুম, কেবল বাবার মৃত্যুর জন্যে wait (অপেক্ষা) করছিলুম। ডাক্তারেরা ত দুমাস আগেই জবাব দিয়ে রেখেছিলেন। এই দুমাসের মধ্যে প্ল্যান্ ট্ল্যান্ যা কিছু করবার সব ready (প্রস্তুত) করে রেখেছিলুম—বুঝলেন্ কিনা!"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অর্থাৎ?"

"এই ধরুন্ না কেন, খবরের কাগজে 'ডায়েমণ্ড্ হোটেল' বলে একটা হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখ্লুম,—তার ঠিকানাটি সঙ্গে সঙ্গে নোট্ করে নিয়ে একটি পত্র ড্রপ্ করে দিলুম। অন্য পাঁচকথার সঙ্গে লিখ্লুম—আপনাদের ওখানে কম বয়িসী ঝি পাওয়া যাবে ত?—জবাব এলো—মাপ করবেন—ওসব এখানে পাওয়া যাবে না। আবার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা খুঁজতে লাগলুম,—চোখে প'ড়ল—বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'৺দশরথ দাসের বিখ্যাত মিনার্ভা হোটেল্'। সঙ্গে সঙ্গেই পত্র প্রেরণ। জবাব এলো—আছে বৈকি!—আপনাদের জন্যে সব রকমই রাখ্তে হয়—তা না হলে হোটেল চল্বে কেন মশাই;—চার্জ্টা কিন্তু ডবল্ দিতে হবে—মনে থাকে যেন!

"তক্ষুণি জবাব দিলুম—কুছ্ পরোয়া নেই—শীঘ্রই রওনা হচ্ছি।—যাবার আগে জানাবো।"

"ভগবানের কৃপায়"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সহসা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন——"ওটা জিহ্বার

slip মশাই—নইলে ভগবান ব'লে কোন creatureএর (প্রাণীর) অস্তিত্ব আমি কোন দিনই মানি না—বুঝেছেন্ কিনা!—যাক্, যাঁর দয়াতেই হোক্, বাবার জন্যে ছ'মাসও wait করতে হোলো না—তার পূর্ব্বেই আশাতীত রকম swiftly (দ্রুতগতিতে) তিনি ধরাধাম ত্যাগ করলেন—আমিও, বুঝেছেন কিনা, শ্রাদ্ধ চুকিয়েই ৫টি হাজারটাকা ক্যাস্‌বাক্সে পুরে নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হলুম।"

ছোক্‌রাটি এবং আমি উভয়েই সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, —"তারপর?"

"বল্‌ছি, ব্যস্ত হবেন না মশাই!—don't be dispatient—ধৈর্য্য ধরুন।"

ছোক্‌রাটি বলিয়া উঠিল—"এইটুকু কেবল বলে রাখুন্, কলকাতা থেকে ফেরবার সময় কি ধারণা নিয়ে ফিরছেন, শরৎবাবুর চরিত্রহীন রিয়েলিষ্টি না আইডলেষ্ট?"

একটু হাসিয়া লোকটি বলিলেন—"Very very disrealisty মশাই—একেবারেই মিথ্যে;—ও রকম ঘটনা কলকাতায় কোন কালেও ঘটে না—এ আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি।"

উভয়েই প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম—"মনের মতন সাবিত্রী তাহ'লে পান্‌নি বলুন?"

একটু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"একেবারেই না!——যাক্, এখন kindly (দয়া করে) শুনে যান্।" বলিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—"হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই Gangesএর

(গঙ্গার) পুলটা পার হয়ে চৌমাথানির কাছ বরাবর এসে পকেট থেকে মিনার্ভা হোটেলের ঠিকানাটা বার করে দেখি— দশরথচন্দ্র দাসের বিখ্যাত হিন্দু-হোটেল,—নিমতলা ঘাট হইতে দুই মিনিটের রাস্তা।—ভাবলুম, কোন gentlemanকে (ভদ্রলোককে) জিজ্ঞাসা করে নিলেই চল্‌বে।—"

"দেরী করতে হোলো না—সুমুখেই দেখি একটি ভদ্রলোক ছাতা বগলে হন্ হন্ করে চলেছেন,—জিজ্ঞাসা করলুম— 'মশাই, দশরথ দাসের হিন্দু হোটেল্'—বাস্ আর কোথায় আছে —লোকটী হঠাৎ মুখখানাকে মোষ্ট্ ক্যাডাভ্যারাস্ ক'রে, অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলে উঠ্‌লো—'দশরথ না ব'লে সোজাসুজি কাঁকড়া বল্লেই চুকে যেতো!—মোকদ্দমার দফা রফা আর কি!—Brother-in-law কোথাকার'!"—

ছোকরাটি এবার হাসি সামলাইতে না পারিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে সুরু করিয়া দিল।

ভদ্রলোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"এর পরও আপনারা বল্‌তে চান্, চরিত্রহীন রিয়েলিষ্টি নভেল?—একদিন কলকাতা এসেই এই অবস্থা, আর সতীশ কিনা এতদিন ধরে কলকাতার সহরটাকে, একবারে যাকে বলে চ'ষে ফেল্লে, অথচ শরৎবাবু ব'লতে চান্, তার পিঠে একদিনও একগাছা ছাতা পড়্‌ল না— অন্ততঃ তার সঙ্গে কেউ Brother-in-law সম্পর্কটাও পাতালে না!"

কি বলিতে যাইতেছিলাম—ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—



মোকদ্দমার দফা রফা আর কি !—Brother-in-law কোথাকার !

"একটা ঘটনা দেখেই আমি এ ধারণায় reach করেছি মনে কর্‌বেন না—আরও আছে মশাই—শুনুন !"

ছোক্‌রাটি বলিল—"কোনও কর্ম্মচারীকে সঙ্গে আনেন্ নি কেন—তারা ত কলকাতার ঘাঁত্‌ঘোঁত্ সবই জানে !"

"খেপেছেন আপনি !—সতীশ কোন কর্ম্মচারী এনেছিল ?"

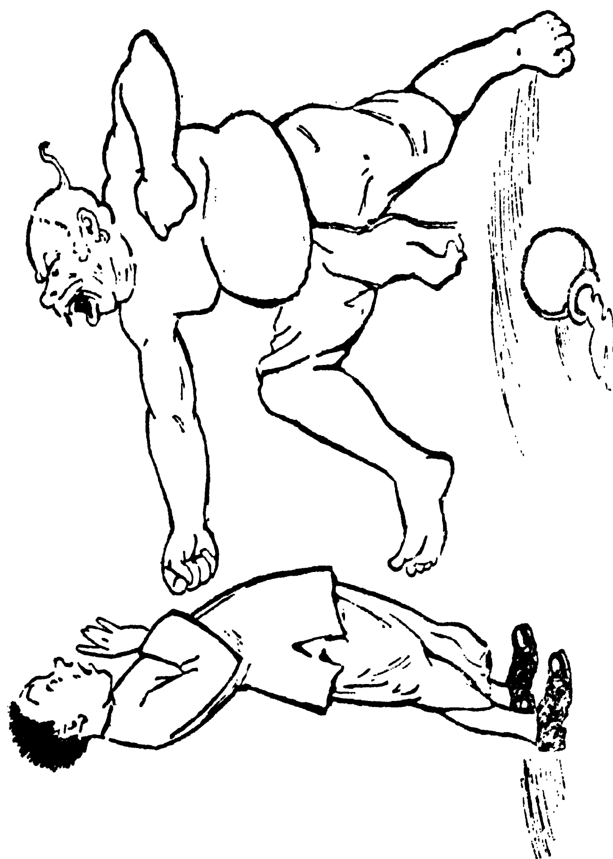
বলিলাম—"বটেই ত।"

ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করিলেন—"তারপর মশাই, কি করবো ভাব্‌ছি—এমন সময় দেখি এক শেঠ্‌জী gangesএ (গঙ্গায়) স্নান করে ফির্‌ছে—হাতে এক লোটা গঙ্গাজল ;—এবার আর দশরথের নাম mention (উল্লেখ) না করে নিমতলা ঘাটের পথটা জেনে নোবো ঠিক কর্‌লুম। লোকটা কাছে আস্‌তেই জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—"Well শেঠ্‌জি, নিমতলা ঘাট্‌মে যাগা—"

"বাস্—এই পর্য্যন্ত বলেছি, আর কোথায় আছে,—শেঠ্‌জী একবারে fire (অগ্নি-মূর্ত্তি) !—'তুম্ নিমতল্লামে যাও—শালে নিমতল্লা দেখানে আয়া !'—তারপর মশাই, বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যা আওড়ে গেল, তাকে ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রলে দাঁড়ায় এই যে—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম—"বুঝ্‌তে পেরেছি, আর তরজমায় কাজ নেই।"

ছোক্‌রাটি এবার সত্যই অসামাল্ হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—



তুম নিমতল্লামে যাও—শালে নিমতল্লা দেখানে আয়া।

"যত সব গাঁজাখুরি গল্প,—রিয়েলিষ্টি নভেল হলে সতীশকে আর পথে বেরুতে হোতো না মশাই !"

বলিলাম—"ওঃ আপনার সাহিত্য-সমালোচনার প্রণালীটা কি বৈজ্ঞানিক !"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই !—তা না হলে চোখে দেখলুম না, কানে শুন্‌লুম না—ফস্ করে বলে দিলুম রিয়েলিষ্টি—আরে ছোঃ !"

বলিলাম—"তারপর ?"

"তারপর এক ভদ্রলোক এসে rescue করেন (ছাড়িয়ে দেন্) তাই রক্ষে—নইলে হয়েছিল আর কি—একবারে যাকে বলে gone to the next world (পরলোকে গমন)—হয়ত বা পিতাঠাকুরের বর্ত্তমান বাসস্থানের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হ'তে হোতো !"

ছোকরাটি বলিল—"তারপর ?"

"তারপর সেই ভদ্রলোকটি একটি গাড়ী ডেকে গাড়োয়ানকে ঠিকানা বাত্‌লে দিয়ে বল্লেন—'ওকে কিছু বক্‌সিশ্ কর্‌বেন—ও বাড়ী খুঁজে দেবে'খন।'—'most thank you sir' (আন্তরিক ধন্যবাদ মশাই) বলে গাড়ীতে উঠে বসে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম।"

"বেলা প্রায় বারোটার সময় হোটেলে পৌছে ম্যানেজার্‌কে বল্লুম—"I want very good room sir (খুব ভাল ঘর দিতে হবে মশাই)—একটু নিরিবিলি দেখে—বুঝ্‌লেন।"

"তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে তেতালার একটা ঘরে নিয়ে

গেলেন। তেতালায় ঐটিই হচ্ছে only room (একমাত্র ঘর) —সুমুখেই খোলা ছাত,—দিব্যি হাওয়া খেলে,—বল্লুম,—ঝি কই ?”

ম্যানেজার বল্লেন—“সে সব ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না !” —সঙ্গে সঙ্গেই loudly হাঁক দিলেন—“বাবুকে হাত পা ধোবার জল দিয়ে যাও সদু !”

“অল্পক্ষণ পরেই ঝি এসে হাজির হোলো ;—ম্যানেজার বাবুও সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে গেলেন।”

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—“কি রকম চেহারা ?”

“মাঝামাঝি—but (কিন্তু) তাতে কি আসে যায় মশাই ! —আমি চাই pure love অর্থাৎ কি না বিশুদ্ধ প্রেম।”

আমি বলিয়া উঠিলাম—“তবে যে বল্লেন, শুধু কেবল ‘চরিত্রহীন’ বইটার বাস্তবিকতা যাচাই করতে এসেছিলেন ?”

ভদ্রলোক কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—“তাই বলে কি ওঁর মধ্যে রোমান্স্ নেই বলতে চান্ !—আপ-টু-ডেট্ লোক মাত্রেরই ও জিনিষটা না থেকেই পারে না—এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি।”

“You are very very right—আপনি একবারে আমার মনের কথাটি খুলে বলেছেন।”—তারপর সহসা আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—“আমার বয়েস যখন ১৬ বৎসর তখন থেকে লাভে পড়্‌ব পড়্‌ব করে মুখিয়ে বসে আছি মশাই—

কেবল that old creature পিতাঠাকুরের জন্যেই এতদিন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করে উ'ঠতে পারিনি—বুঝেছেন্ কিনা! —সত্যি বল্‌তে কি মশাই—heartটা (হৃদয়) খুলে যদি দেখাতে পারতুম তাহ'লে দেখতেন, এর মধ্যে আছে কেবল pure unmixed love—সাদা বাংলায় যাকে বলে অবিমিশ্র প্রেম।"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"শ্রীমার্কা ঘৃতের আধমুনি ক্যানেস্তারা আর কি!—টিন্ কেটে দেখুন, একবারে বিশুদ্ধ চর্ব্বিবর্জ্জিত খাঁটি ঘৃত।"

"Exactly (ঠিক) সেই রকম মশাই—Exactly (ঠিক) সেই রকম!"

বলিলাম—"যাক্, তারপর কি হোলো বলুন?"

"হ্যাঁ, কোন্ অবধি বলেছি বলুন দেখি?"—বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেই ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"ঝি এসে আপনার সুমুখে দাঁড়িয়েছে।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—

"প্রথমেই জিজ্ঞেসা কর্‌লুম—তোমার নাম কি?"

ঘাড়টি নীচু করে জবাব দিলে—"সৌদামিনী!"

"বল্লুম—উহুঁ—ও নাম চল্‌বে না—আমি সতী বলে ডাকবো —বুঝলে?"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"কি বল্লে?"

"বল্লে, আপনার যেমন খুসী—আপনার আশাতেই ত—"



সে তখন একটু মুচকে হেসে ঘরের ভেতর এসে বস্‌ল—কিন্তু অনেকটা তফাতে।

আমি বলিলাম—"ওঃ কি রোমাণ্টিক্ !"

ভদ্রলোক বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আরে, শেষ অবধি শুনুন মশাই !"

ছোকরাটী বলিয়া উঠিল—"এইত সবে প্রেমের শাক্‌ভাজা প'ড়ল মশাই—ক্ষীর দই আসতে এখনও ঢের দেরী।"

"Exactly so (ঠিক তাই),—আপনার ত দিব্যি রসজ্ঞান ! —বাস্তবিক, আপনাকে তারিফ না করে পারছি না,—তার পর শুনুন,—বেলা প্রায় দেড়টার সময় আহারে বসেছি—দেখি চৌকাঠের উপর সতী চুপটি মেরে বসে রয়েছে।"

—"বল্লুম—অত দূরে কেন সতী—কাছে এসে বস না !"

"সে বল্লে—নাঃ বেশ আছি !"

—"বল্লুম—না, না, তুমি কাছে এসে না বস্‌লে আমার খাওয়াই হবে না !—"

"সে তখন একটু মুচ্‌কে হেসে ঘরের ভেতর এসে বস্‌লো—কিন্তু অনেকটা তফাতে।—"

ছোকরাটি বলিয়া উঠিল—"সাবিত্রীও প্রথম প্রথম ঠিক্ ঐরকমই ক'রত।"

"যাক্ সে কথা—এখন শুনে যান"—বলিয়া ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করিলেন—"খাওয়া-দাওয়া সেরে, দুপুর বেলা পাক্কা চারটি ঘণ্টা কসে দিবানিদ্রা দিয়ে evening এর (সন্ধ্যার) দিকে উঠে দেখি—ঘরের একটী কোনে সতী চুপটি করে বসে রয়েছে, —ডাকলুম—সতি !"

না। তোকে কি বল্‌বো ক্ষিতীশ—আমাকে কেবল মারতে বাকি রেখেছিল। কি করব? তখন বউ মানুষ, মুখটি টিপে সব সহ্য করে যেতে হোলো। আমার কথা কে শোনে?—যত বলি—"আমি কাজল্-লতা রাখিনি"—ততই চীৎকার করতে



হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে কর্ত্তা বল্লেন—

থাকে—"আমি নিজে হাতে তোমাকে দিলুম্—আমার খুব মনে পড়ছে—আর বল কিনা দিই নি! স্পষ্ট বল না—হারিয়ে ফেলেছি।"

তারপর কর্ত্তার দিকে ফিরে সুরু করলেন্—"এখন কোত্থেকে বেরুলো শুনি ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে কর্ত্তা হঠাৎ বলে উঠ্লেন্—"ওটা কি দেখি ?"

আমি বল্লাম—"একটা চুষি-কাঠি।"

কর্ত্তা সেটাকে হাতে করে নিয়েই হঠাৎ অসম্ভব রকম উল্লসিত হয়ে উঠ্লেন্—"এটা ক্ষিতীশের চুষি-কাঠি।"

ক্ষিতীশ এবং আমি অবাক হয়ে একবার কেবল পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম্।

গৃহিণী তখনও আপনার মনে সমানে বকে চলেছেন্। কর্ত্তা সেদিকে কর্ণপাত না করে আমার দিকে চেয়ে বকে যেতে লাগ্লেন্—"ওঃ, সে আজ বাইশ বছর আগের কথা। এই চুষি কাঠিটা ক্ষিতীশের বড়-মামা ক্ষিতীশকে দিয়েছিল।" কথাটা শেষ করেই গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্লেন্—"তোমার বড়-দা তখন কাশীতে বদ্লী হয়েছেন্—মনে আছে বোধ হয়,—আমরা তখন্—"

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন্—"তা ত হোলো—কিন্তু জিজ্ঞেস্ করি ঐ সামান্য চুষি-কাঠির জন্যে আমার কি খোয়ারটা না করেছিলে শুনি ?"

ব্যাপার খুব সুবিধের নয় বুঝে কর্ত্তা হঠাৎ দ্রব্যান্তরে মনোনিবেশ করলেন্। চাবির রিংটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লেন্—"এটা ত দেখ্ছি আমার ক্যাস্-বাক্সর চাবি !"

পরক্ষণেই গৃহিণীর দিকে চেয়ে ঠোঁঠের ডগায় জোর করে একটু হাসি টেনে এনে বল্লেন্—"এই চাবিটার দিকে চেয়ে কত কথাই না মনে পড়ছে!"

তিনি আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন্—গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন্—"জানিস্ ক্ষিতীশ, ঐ চাবির জন্যে শ্বশুরের আমলের বুড়ো ঝি'কে সন্দেহ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল—এখন আদিখ্যেতা করে বল্‌তে এসেছেন্—কত কথাই মনে পড়ছে! ছিঃ! ছিঃ! নিজের পকেটে চাবি রেখে দুনিয়া শুদ্ধ লোক্‌কে যে চোর বলে ঠাওরায়, তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

সে কথা যেন শুন্‌তেই পান্‌নি এমনি একটা ভাব করে কর্ত্তা আমার দিকে চেয়ে বল্লেন্—"পকেট্‌টা আর একবার পরীক্ষা করে দেখত বিনোদ,—যদি আরও কিছু বেরোয়।

আবার ওভার-কোটের পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিলুম্। হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে হঠাৎ হাতে একটা কাগজের মতন কি ঠেক্‌লো। তাড়াতাড়ি সেটাকে বার করে ফেলে দেখি—একটা একশ-টাকার নোট্।

কর্ত্তা ট্যাঁক্ থেকে দুটো টাকা বের করে ঝণাৎ করে তক্তপোষের উপর ফেলে দিয়ে বল্লেন্—"ক্ষিতীশ তুই ঝপ্ করে বাজার থেকে দুটো ভালো দেখে গঙ্গার ইলিশ্ নিয়ে আয় দেখি।"

তার পর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন্—"আর তুমি আজ রাত্তিরে এইখানেই খাবে বুঝ্‌লে?"

মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে ক্ষিতীশ বল্লে—"আজ্ঞে ইলিশ্ মাছ ত এনেছি।"

একগাল হেসে কর্ত্তা উত্তর দিলেন্—"আহা সে ত আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিস্।"

অত্যন্ত বিনীত স্বরে ক্ষিতীশ বল্লে,—"আজ্ঞে না, ইলিশ্ মাছ দুটো খিড়কী দরজা দিয়ে ভেতরের উঠোনে রেখে দিয়ে এসেছি!"

অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠে কর্ত্তা বল্লেন্—"তা ভালই করেছিস্,—এখন মোড়ের দোকান থেকে টাকা দুয়েকের সন্দেশ আর রাবড়ী নিয়ে আয় দেখি।"

তার পর গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্লেন্—"সেরটাক্ রাবড়ী আন্‌লেই হবে—কি বল ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—"এই কিছুক্ষণ আগে না রাজ্যের লোককে বকে-ঝোকে অস্থির করে তুলেছিলে,—এখন নোট্ কোত্থেকে বেরুলো শুনি ?

বেগতিক বুঝে কর্ত্তা এইবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন্, বল্লেন—"টাকাটা যখন পাওয়াই গেল তখন মনে করছি কাল সকালে উঠে তোমার চন্দ্রহারটা মতি-স্যাকরার ওখানে গড়তে দিয়ে আস্‌বো—কি বল ?"

গৃহিণী এ কথার উত্তরে কিছুই বল্লেন্ না বটে কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম্—দুর্যোগ অনেকখানি কেটে গেছে;

চল্লেন্। কর্ত্তাও দ্বিগুণ চীৎকার করে বোঝাতে লাগলেন্—তিনি অপরাধী নন্। সে একটা রীতিমত প্রলয় কাণ্ড! মানুষের কর্ণপটহ যে কতখানি মজবুত তা সেইদিন বুঝ্তে পেরেছিলুম্।

দেবাসুরে মিলে সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে তুলেছিলেন্, তার সঙ্গে হলাহলও উঠেছিল। আমি এবং ক্ষিতীশ দুজনে মিলে পকেট-মন্থন করে একশ-টাকার নোট্রূপী লক্ষ্মীকেও তুলেছিলুম্ সঙ্গে সঙ্গে প্রেমপত্ররূপী হলাহলও যে না তুলেছিলুম্ তা নয়।

